বাস্তুই

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫

সংখ্যা ০১

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত

বাস্তুই

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫
সংখ্যা ০১

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত

বাস্তুই পরিক্রমা
সংখ্যা ০১
জানুয়ারি, ২০২৫

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদনা
মোঃ শফিউল আজম শামীম, সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার

সম্পাদনা দল
স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক
স্থপতি ড. নওরোজ ফাতেমী, সহ-সাধারণ সম্পাদক
স্থপতি চৌধুরী প্রতীক বড়ুয়া
স্থপতি তানজিমা সিদ্দিকা চাঁদনী
স্থপতি তাসনিম তাহ্‌রা রুফাইদা
সৈয়দ তাওসিফ মোনাওয়ার

'পরিক্রমা' লোগো, প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
তারিফ আরাফ

স্থপতি মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক প্রণীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
চারুকলা অনুষদের নকশার একাংশ প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনলাইন সংখ্যা

২৬তম নির্বাহী পরিষদ

১. স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
সভাপতি
২. স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব
সহ-সভাপতি, জাতীয় বিষয়াদি
৩. স্থপতি খান মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
৪. স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ
সাধারণ সম্পাদক
৫. স্থপতি ড. মোঃ নওরোজ ফাতেমী
সহ-সাধারণ সম্পাদক
৬. স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান
কোষাধ্যক্ষ
৭. স্থপতি মোঃ মারুফ হোসেন
সম্পাদক, শিক্ষা
৮. স্থপতি এম ওয়াহিদ আসিফ
সম্পাদক, পেশা
৯. স্থপতি আহসানুল হক রুবেল
সম্পাদক, সদস্যপদ
১০. স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম
সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার
১১. স্থপতি সাইদা আক্তার
সম্পাদক, সেমিনার ও সম্মেলন
১২. স্থপতি কাজী শামিমা শারমিন
সম্পাদক, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
১৩. স্থপতি ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
সম্পাদক, পরিবেশ ও নগরায়ন
১৪. স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার
১৫. স্থপতি ফারিয়া লতিফ
চেয়ারম্যান, কানাডা চ্যাপ্টার
১৬. স্থপতি প্রফেসর ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ
সর্বশেষ পূর্ববর্তী সভাপতি

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

সভাপতির কথা

২৬তম নির্বাহী পরিষদের প্রথম ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশের মাধ্যমে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করলাম। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ ও আগ্রহ আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।

বিগত বাস্থই নির্বাচনে আপনারা যে আস্থা ও সমর্থন প্রদান করেছেন, আমি ও আমার নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি আমাদের জন্য যেমন গৌরবের, তেমনি একটি বড় দায়িত্বও। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই পথচলায় আপনাদের সহযাত্রায় আমরা একসঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারবো।

আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পেশাদার প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা, যেখানে সদস্যগণ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন। সিপিডি, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক অভিজ্ঞতা আমরা আরও সমৃদ্ধ করতে চাই।

চলমান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে—ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ড্যাপ ও BBRA নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ; স্থাপত্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাগত সংগঠনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা; এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন।

আন্তর্জাতিক পরিসরে আর্কএশিয়া ফোরাম ২২-এ বাস্থই-এর গর্বিত অংশগ্রহণ এবং থিসিস অব দ্য ইয়ার ২০২৪ পুরস্কারপ্রাপ্ত স্থপতি সাকিব নাসির খান-এর সফলতা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। বাংলাদেশ থেকে এবারের ফোরামে তিনজন বক্তা নির্বাচিত হওয়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে। এছাড়া, এই আয়োজনে সদ্য অনুষ্ঠিত ফ্রেন্ডশিপনাইট-এ 'July গণঅভ্যুত্থান'কে থিম হিসেবে তুলে ধরা ছিল এই সময়ের প্রাসঙ্গিকতা ও ঐতিহাসিক চেতনার প্রতিফলন।

এই পথচলায় আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আসুন, আমরা একসঙ্গে স্থাপত্য পেশার উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে দৃঢ় ভূমিকা পালন করি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইল।

শুভেচ্ছান্তে,

ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
সভাপতি
২৬তম নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের ২৬তম নির্বাহী পরিষদের পথচলার শুরুতে প্রকাশিত হচ্ছে প্রথম নিউজলেটার। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের পর নতুন নেতৃত্বের হাতে দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এক নতুন যাত্রা, যার প্রতিটি পদক্ষেপ জুড়ে রয়েছে প্রত্যয়, পরিকল্পনা ও পেশাগত দায়বদ্ধতা।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'আর্কএশিয়া ফোরাম ২২'-এ আইএবি'র সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি ও কাউন্সিল সভাগুলোতে অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা চুক্তি এবং সদস্যদের সাফল্য – সবকিছু মিলে বাংলাদেশের স্থাপত্যজগৎকে তুলে ধরেছে সম্মানের জায়গায়। বিশেষ করে 'থিসিস অফ দ্য ইয়ার ২০২৪' পুরস্কার এবং 'আর্কএশিয়া স্পোর্টস ফিয়েস্তা'-তে আইএবি দলের অর্জন আমাদের গর্বিত করে।

দেশীয় প্রেক্ষাপটে, সদস্যপদ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, পূর্ণ সদস্যপদের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, সিপিডি কোর্স, সেমিনার ও প্রদর্শনীর ধারাবাহিক আয়োজন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগকে আরও দৃঢ় করেছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও ড্যাপ নিয়ে সভা, নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ – এসব কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানটির বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রতিফলিত করে।

সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আইএবি সদস্যদের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ, ভুল চিকিৎসায় স্থপতি রাজীব আহমেদের মৃত্যুর প্রতিবাদে মানববন্ধন, বিভিন্ন দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণসভা আয়োজন – সবই এই পেশাকে আরও মানবিক করেছে।

এই নিউজলেটারের প্রতিটি লেখা, চিত্র ও প্রতিবেদন আমাদের গত মাসগুলোর গতিশীলতা, উদ্যোগ এবং দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই যাত্রা ভবিষ্যতের পথকে আরও সুদৃঢ় করবে।

আসুন, আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাই – স্থাপত্যের গৌরবময় ভবিষ্যতের পথে।

শুভেচ্ছান্তে,

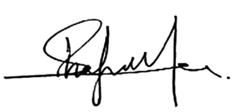

মোঃ শফিউল আজম শামীম
সচিব, প্রকাশনা ও প্রচারনা
২৬তম নির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)

সূচীপত্র

জাতীয় কার্যক্রম

২৬তম নির্বাহী পরিষদের প্রথম নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত ১১

২৬তম নির্বাহী পরিষদের ২য় এবং ৩য় নির্বাহী সভা ১৩

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট এর সহযোগী সদস্যদের পরিচিতি সভা ১৪

সদস্যপদ লিখিত পরীক্ষা ১৫

ভুল চিকিৎসায় স্থপতি রাজীব আহমেদের অকাল মৃত্যু, এই দাবিতে প্রতিবাদী মানববন্ধন ১৬

বাস্থই ও IFC-World Bank এর মধ্যে EDGE এবং BRI বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ১৭

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট (বাস্থই) ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে সভাপতির ভিডিও বার্তা প্রকাশ ১৮

বাস্থই ও ঢাকা ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড উদ্বোধন ১৯

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টার সঙ্গে বাস্থই প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ ২০

রাজউকের নতুন চেয়ারম্যানের সঙ্গে বাস্থই প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ ২১

ArchJAM কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ২২

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের অভিষেক ও বিদায়ী নির্বাহী পরিষদের সংবর্ধনা ২৩

ডিজাইন প্রতিযোগিতা

৩৪তম জে.কে. আর্কিটেক্ট অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন স্থপতি সাইকা ইকবাল মেঘনা ২৭

আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ প্রতিযোগিতার ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত ২৯

চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের উন্মুক্ত নকশা প্রতিযোগিতার প্রদর্শনী ৩০

ওয়েবিনার কার্যক্রম

ড্যাপ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০২৫ বিষয়ে বাস্থই-এর উন্মুক্ত সভা ৩৫

বার্জার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন আর্কিটেকচার (বিএইএ)-এর ১১তম চক্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত ৩৭

Neighbours: Reflections on an Exhibition শীর্ষক লেকচার অনুষ্ঠিত ৪০

সিপিডি প্রোগ্রাম ও কর্মশালা

বাস্থই-এর পূর্ণ সদস্যপদ পরীক্ষা-প্রস্তুতি কর্মশালা অনুষ্ঠিত ৪৩

ব্লক ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক CPD কোর্স অনুষ্ঠিত ৪৪

'Accessible Means of Egress' বিষয়ক CPD কোর্স অনুষ্ঠিত ৪৫

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-১৯৯৬ নিয়ে CPD Workshop ৪৭

'বহুতল বেজমেন্ট নির্মাণের প্রযুক্তি' নিয়ে কর্মশালা ৪৯

ঐতিহ্য ও সংরক্ষণ

স্থাপত্যগাঁথায় রবিউল হুসাইন ৫৩

বাস্থই-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন ৫৬

শহর ও নগরায়ণ

পরিবেশ ও নগরায়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় আইএবি প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ৫৯

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

আর্কএশিয়া ফোরামের কাউন্সিল মিটিং ৬৩

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২-এ 'সমসাময়িক স্থাপত্য বিষয়ক গভীর অনুসন্ধান!' ৬৫

কলম্বো-তে স্থপতি কাজী এম আরিফ- এর উপস্থাপনা ৬৭

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২: অ্যাওয়ার্ড নাইট 'থিসিস অফ দ্য ইয়ার ২০২৪' পুরস্কার পেলেন সাকিব নাসির খান ৬৯

এসিপিপি (ACPP) সভা কলম্বোর বিএমআইসিএইচ-এ অনুষ্ঠিত ৭১

কলম্বোতে ACAE-র ৪৪তম মিটিং অনুষ্ঠিত ৭২

আর্কএশিয়া (ARCASIA Committee on Social Responsibility – ACSR) কমিটি মিটিং ৭৩

ACGSA কমিটি মিটিং ৭৪

ACYA কমিটি মিটিংয়ে ক্রস-বর্ডার ব্রিজের ব্যাপারে আলোচনা ও সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর ৭৫

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২: কালচারাল নাইট ৭৬

আর্কএশিয়া স্পোর্টস ফিয়েস্তা ২০২৫-এ আইএবি দলের সাফল্য ৭৭

সামাজিক দায়বদ্ধতা

কুড়িগ্রামের কুটিরচরে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ ৮১

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'স্বাধীনতায় স্থপতি: বিজয়ের নক্ষত্র' শিরোনামে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র ৮৩

১০০ হোমস প্রকল্প: মেলান্দহে নতুন ঘর নির্মাণের উদ্যোগ ৮৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোকবার্তা

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ৮৭

বাস্থই ফেলো স্থপতি মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ-এর ইন্তেকাল ৮৮

স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ৮৯

বিশিষ্ট স্থপতি অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীর ইন্তেকাল ৯০

স্থপতি লামিয়া ইসলামের অকাল প্রয়াণ ৯১

প্রখ্যাত স্থপতি লাইলুন নাহার একরামের ইন্তেকাল ৯২

প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী স্মরণে বাস্থই-তে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত ৯৩

স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়ার প্রতি বাস্থই-এর শ্রদ্ধা নিবেদন ৯৪

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে স্থপতি লায়লুন নাহারকে স্মরণ ৯৫

কটকা ট্র্যাজেডি স্মরণ ৯৬

চ্যাপ্টারের সংবাদ

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট - চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ইফতার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন' ৯৯

বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত আর্কিটেক্টস ডে আউট ১০০

"Environmental Experience Design (EXD) Towards Psychological Wellbeing" সেমিনার সম্পন্ন ১০১

"আইএবি স্পোর্টস কার্নিভাল-২০২৫ ১০২

চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত "Imarat Nirman Bidhimala 1996 & Special Focus on Fire Safety" কর্মশালা ১০৩

আইএবি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারে 'অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপত্যচর্চা: সুযোগ, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত ১০৪

নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি

একটি দেয়াল কেবল দেয়াল নয়, ভবিষ্যতের প্রতিফলনঃ নেক্সটব্লক AAC ১০৭

জাতীয় কার্যক্রম

২৬তম নির্বাহী পরিষদের প্রথম নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের প্রথম নির্বাহী সভা গত ১ জানুয়ারি ২০২৫, বুধবার, বাস্থই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে এই সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

নতুন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান কমিটি বহাল রাখা, সম্পাদকদের সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ, বার্ষিক কর্মসূচির পরিকল্পনা, গঠনতন্ত্র সংশোধন, সদস্যদের সুবিধার্থে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা–সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই সভায়।

এছাড়া, শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য ARCASIA Forum-এ অংশগ্রহণ, বাস্থই খুলনা চ্যাপ্টার চালু করার সম্ভাবনা, পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম, আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ উন্মুক্ত নকশা প্রতিযোগিতা, এবং IAB সদস্যপদ পরীক্ষার প্রক্রিয়া ও ফলাফল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬তম নির্বাহী পরিষদের ২য় এবং ৩য় নির্বাহী সভা

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) ২৬তম নির্বাহী পরিষদের ২য় নির্বাহী সভা ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ, বুধবার, বাস্থই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাস্থই সভাপতি, স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ সভা পরিচালনা করেন।

প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় বাস্থই-এর প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত মতবিনিময় করা হয় এতে। পাশাপাশি বাস্থই সম্পাদকদের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার, বিভিন্ন কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন ও তাদের কার্যপরিধি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া ২৬তম নির্বাহী পরিষদের শপথ ও ২৫তম নির্বাহী পরিষদের বিদায় সংবর্ধনা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্রিডিটেশনসহ স্থপতিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সবশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাস্থই-এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ড. মাসুদ উর রশিদ।

সভায় গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল একটি স্মারক স্থাপনার প্রতিযোগিতা, আর্কজ্যাম ২০২৫-এর সম্ভাব্য উদ্বোধন তারিখ, যুক্তরাজ্য কেন্দ্রের সমন্বয় কমিটির অনুমোদন, সিএএ সাধারণ পরিষদের সম্ভাব্য আয়োজন, আইএবি-২০২৫ সালের ইভেন্ট ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, নতুন সহযোগী সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং সদস্যদের জন্য সহায়তা ডেস্ক গঠন।

সভায় নির্বাহী পরিষদের সকল নির্বাহী সদস্য উপস্থিত ছিলেন, পাশাপাশি কানাডা চ্যাপ্টারের আহ্বায়ক স্থপতি ফারিয়া লতিফ অনলাইনের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হন। আলোচনার পর বাস্থই সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট এর সহযোগী সদস্যদের পরিচিতি সভা

গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই) এর সহযোগী সদস্যপদের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১০০ জন নবীন স্থপতি বাস্থই-এর সহযোগী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সহযোগী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাস্থই-এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের সহ সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি (আন্তর্জাতিক বিষয়াদি) স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল, সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মোঃ নওরোজ ফাতেমী, সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ, স্থপতি অমিত কুমার সাহা এবং সম্পাদক (সদস্যপদ) স্থপতি আহসানুল হক রুবেল।
নবীন সদস্যদের পরিচিতি পর্ব শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়, যেখানে তারা মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বাস্থই ও স্থাপত্য পেশার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও কথা বলার সুযোগ পান।

সদস্যপদ লিখিত পরীক্ষা

বাস্থই সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির লিখিত পরীক্ষার প্রথম সাইকেল অনুষ্ঠিত
গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) প্রাঙ্গণে ২৬তম নির্বাহী পরিষদের অধীনে সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির লিখিত পরীক্ষার প্রথম সাইকেল অনুষ্ঠিত হয়।
পরীক্ষায় মোট ৫০ জন সহযোগী সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ৬৮% পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্থই সহযোগী সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা মূল্যায়নের একটি কাঠামোবদ্ধ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

ভুল চিকিৎসায় স্থপতি রাজীব আহমেদের অকাল মৃত্যু, এই দাবিতে প্রতিবাদী মানববন্ধন

ভুল চিকিৎসায় বুয়েট স্থাপত্য বিভাগের ২০০৩ ব্যাচের সদস্য এবং Roofliners_Studio of Architecture-এর প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি রাজীব আহমেদের অকাল মৃত্যুর প্রতিবাদে তাঁর পরিবার ও স্থপতিদের পক্ষ থেকে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ত্বকের চিকিৎসা করাতে গিয়ে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও পরবর্তীতে সৃষ্ট নানা জটিলতায় রাজীব আহমেদের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।
পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরীর ভুল চিকিৎসা ও অবহেলার কারণে রাজীব আহমেদ হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) পৃথকভাবে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BM&DC) বরাবর অভিযোগ দাখিল করে।
পরবর্তীতে, তাঁর পরিবার হাইকোর্টে একটি রিট দাখিল করে। হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, হাসপাতাল, BM&DC এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও, এক বছর পেরিয়ে গেলেও এর কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি।
গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্থপতি রাজীব আহমেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পরিবার, বন্ধুজন এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট পান্থপথে ডা. এম ইউ কবীর চৌধুরীর চেম্বারের সামনে মানববন্ধন ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।
মানববন্ধনে বক্তারা সুষ্ঠু তদন্ত ও সুবিচারের দাবি জানান এবং উল্লেখ করেন যে, এই ঘটনার যথাযথ বিচার চিকিৎসাক্ষেত্রে বিদ্যমান অরাজকতা দূর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

বাস্থই ও IFC-World Bank এর মধ্যে EDGE এবং BRI বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট (বাস্থই) এবং IFC-World Bank এর একটি প্রতিনিধি দলের মধ্যে EDGE Green Building Rating এবং Building Resilience Index (BRI) বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় IFC-এর পক্ষ থেকে বাস্থই সদস্যদের জন্য EDGE এবং BRI বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিষয়ে বাস্থই ও IFC-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের ব্যাপারে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

বাস্থই-এর পক্ষ থেকে সভায় সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ, সাবেক সভাপতি স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, সহ সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, সহ সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মোঃ নওরোজ ফাতেমী, সম্পাদক (পরিবেশ ও নগরায়ন) স্থপতি ড. খুরশিদ জেবিন তৌফিক উৎপল এবং স্থপতি মোঃ নাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

IFC-এর পক্ষ থেকে স্থপতি অতিফ মুহাম্মদ সাইদ, সাহিল প্রিয়দর্শী এবং ইকবাল চৌধুরী এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই) ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে সভাপতির ভিডিও বার্তা প্রকাশ

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই) তার ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে, বাস্থই সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ এক ভিডিও বার্তায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং দেশ-বিদেশে কর্মরত স্থপতিদের শুভেচ্ছা জানান।

বাস্থই সভাপতি ভিডিওবার্তায় বলেন—"সুদীর্ঘ ৫৩ বছর যাবৎ অনেক অনেক স্থপতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই বাস্থই। তাদের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে অসংখ্য স্থপতিরা স্থাপত্য পেশা, স্থাপত্য শিল্প, স্থাপত্য চর্চা ও স্থাপত্য শিক্ষায় উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রসারে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের প্রতি বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে রইল শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।"

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই বিশেষ ভিডিও বার্তা বাস্থই-এর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

(নিচের QR কোড/লিংক স্ক্যান করে পুরো ভিডিও বার্তাটি দেখা যাবে।)

বাস্থই ও ঢাকা ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড উদ্বোধন

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এবং ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে স্থপতিদের জন্য বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিশেষ ক্রেডিট কার্ড উন্মোচন করা হয়।

এই এক্সক্লুসিভ কার্ডটি শুধুমাত্র বাস্থই-এর সদস্যদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে থাকছে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা ও বিশেষ অফার।

উল্লেখ্য, কার্ডটির আনুষ্ঠানিক বিতরণ কার্যক্রম উন্মোচনের পরপরই নির্ধারিত সময় থেকে শুরু হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টার সঙ্গে বাস্থই প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট (বাস্থই) এর প্রতিনিধিরা।
বাস্থই সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ, সহ সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব, সহ সভাপতি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল এবং স্থপতি মো: আনোয়ার হোসাইন এতে উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষাৎকালে পেশাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

রাজউকের নতুন চেয়ারম্যানের সঙ্গে বাস্থই প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৮ মার্চ ২০২৫ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এর একটি প্রতিনিধি দল।

এই দলে ছিলেন বাস্থই সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ, সহ সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজিশ মাহবুব, সহ সভাপতি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল এবং সাধারণ সম্পাদক স্থপতি প্রফেসর ড. মাসুদ উর রশিদ।

রাজউক চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতে নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন নীতিমালা এবং পেশাগত সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ArchJAM কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ArchJAM ২০২৫ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে বাস্তুই কার্যালয়ে এই সভায় আসন্ন ArchJAM-এর নতুন সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে মে মাসের ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখ। ক্যাম্প ত্যাগের তারিখ ২৫ মে। গাজীপুরের মাস্টারবাড়ির বাহাদুরপুর হবে এই আয়োজনের ভেন্যু। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও বিভাগের প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করা ও ঈদের পর পোস্টার প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সভায়।

কমিটির পক্ষ থেকে ১০০টি দলের গ্রুপ ছবি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং একটি সুসংগঠিত স্যুভেনির প্রকাশের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়, যাতে প্রতিটি দলের গ্রুপ ছবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ্রুপের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রদান, কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি সার্টিফিকেট প্রদানসহ আরও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ডেপুটি ক্যাম্প চীফ ও আহবায়ক স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর ২৬তম নির্বাহী পরিষদের অভিষেক ও বিদায়ী নির্বাহী পরিষদের সংবর্ধনা

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, রাজধানীর আগারগাঁয়ে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট (বাস্থই) কার্যালয়ে নব-নির্বাচিত ২৬তম নির্বাহী পরিষদের অভিষেক এবং বিদায়ী ২৫তম নির্বাহী পরিষদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হওয়া এই আয়োজনে নব-নির্বাচিত ও বিদায়ী নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ, নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ এবং স্থপতি সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের শপথ পাঠ করান। উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে দেশের স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে স্থপতিদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মধ্যবিত্তের জন্য আবাসন খাতকে আরও সহজলভ্য করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। পরে বিদায়ী সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ বক্তব্য দেন । এরপর ২৫তম নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদানের মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।

এরপর বাস্থই নির্বাচন ২০২৪-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্থপতি মো. আনোয়ার হোসাইন বক্তব্য প্রদান করেন এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদেরও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মীর মনজুরুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (আইইবি) সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) এবং রাজউকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাস্থই সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ডিজাইন প্রতিযোগিতা

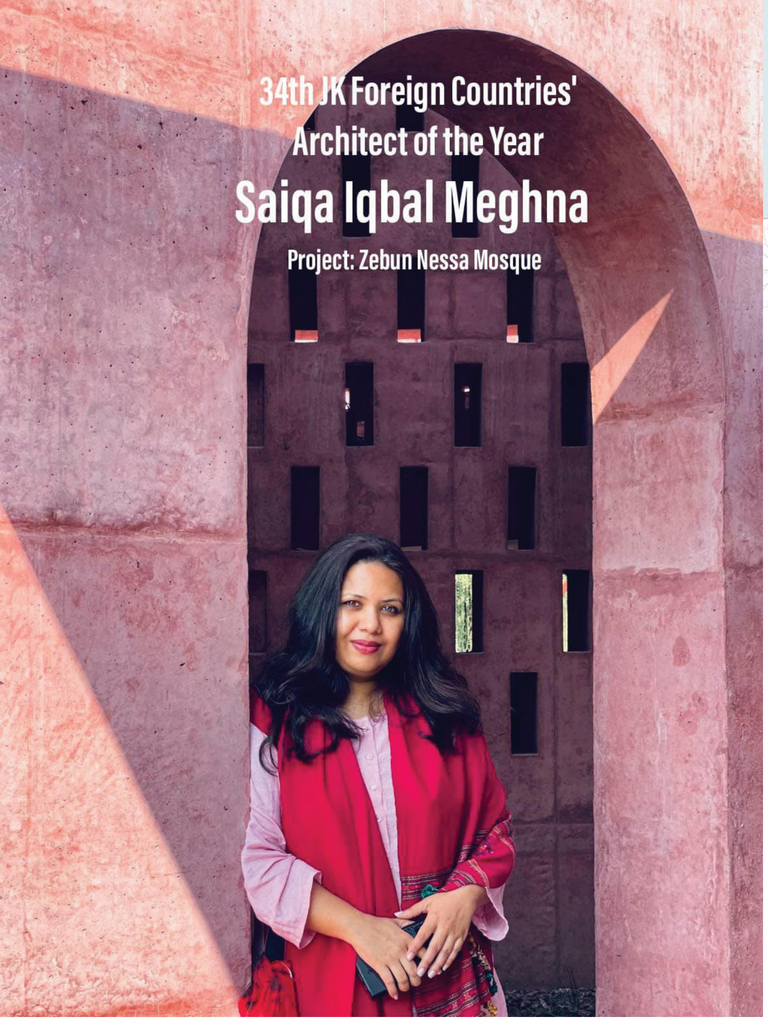

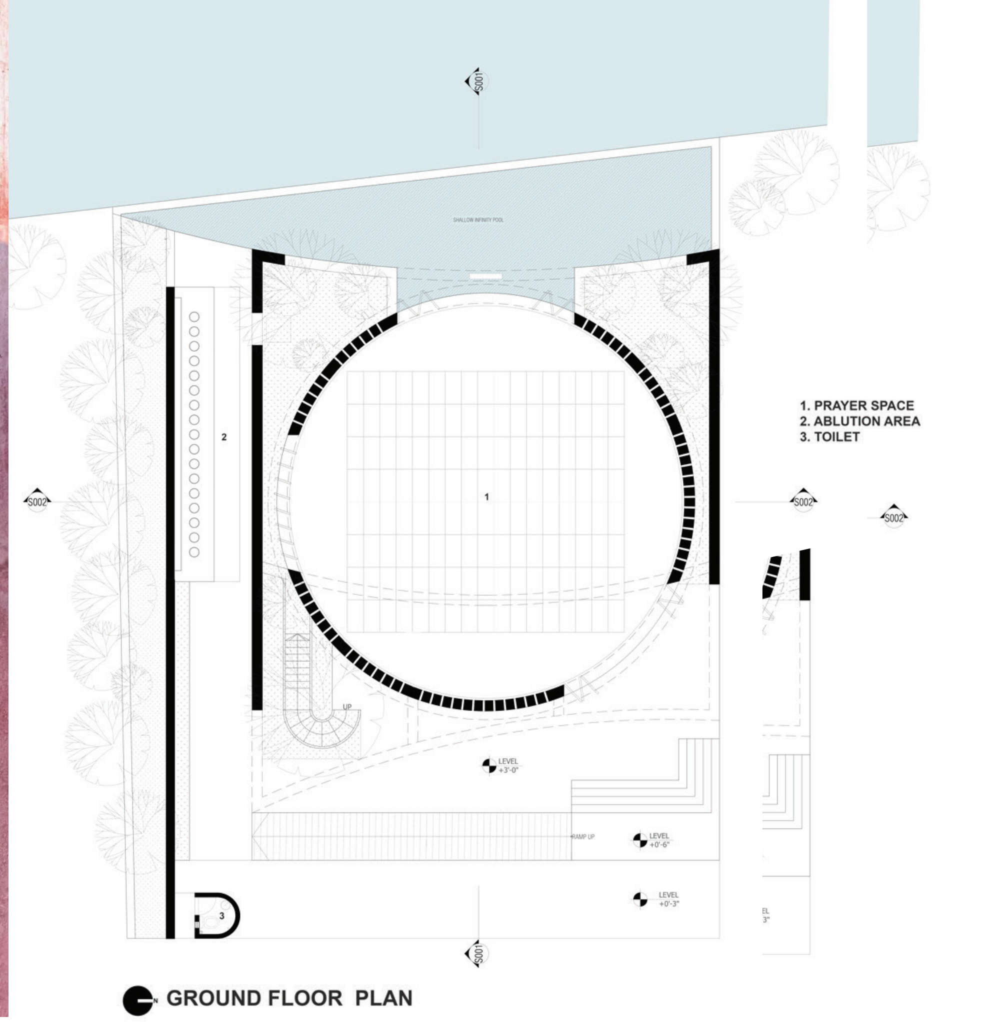

৩৪তম জে.কে. আর্কিটেক্ট অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন স্থপতি সাইকা ইকবাল মেঘনা

৩৪তম JK Architect of the Year Awards-এ Foreign Countries' Architect of the Year সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন স্থপতি সাইকা ইকবাল মেঘনা (AI-080)। তাঁর ডিজাইন করা 'জেবুন নেসা মসজিদ' প্রকল্পের জন্য এই স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি, যা বাংলাদেশের স্থাপত্য অঙ্গনের জন্যও একটি মূল্যবান অর্জন।

এছাড়া Times Magazine-এর 'The World's Greatest Places of 2025' তালিকায় মেঘ্নার ডিজাইন করা মসজিদটি স্থান পেয়েছে। ঢাকার সন্নিকটে একটি শিল্পকারখানার ভেতরে অবস্থিত এই গোলাপি রঙের স্থাপনাটি ব্যতিক্রমী স্থাপত্য নকশার উদাহরণ। এটি মূলত গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, স্থপতির মুন্সিয়ানায় যা এক প্রশান্তির পরিবেশে পরিণত হয়েছে।

মসজিদটির নকশায় নারীদের জন্য আলাদা প্রার্থনার স্থানসহ আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যশৈলী সংযোজিত হয়েছে। স্থানীয় টেরাকোটা ও মাটির স্থাপত্যের অনুপ্রেরণায় এর বাহ্যিক রঙ নির্ধারণ করা হয়েছে, আর বাতাস চলাচলের জন্য দেয়ালে রাখা হয়েছে অসংখ্য ছিদ্র। নারীদের নামাজের জায়গায় যাওয়ার দৃষ্টিনন্দন সিঁড়িটি একটি ছাতিম গাছকে কেন্দ্র করে তৈরি করা, যা প্রকৃতির সাথে স্থাপত্যের মেলবন্ধনকে প্রতিফলিত করে। এছাড়া, শিল্পী ওয়াকিলুর রহমানের সহযোগিতায় নির্মিত স্বচ্ছ কাচের মিহরাব স্থাপনাটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। নামাজের সময় ছাড়াও এটি শ্রমিক ও দর্শনার্থীদের জন্য প্রশান্তিময় স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থপতি সাইকা ইকবাল মেঘনার এই অর্জনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই)।

আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ প্রতিযোগিতার ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাস্থই-এর হলরুমে আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ ডিজাইন প্রতিযোগিতার ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আব্দুস সালাম খান, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই)-এর সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাইদ এম আহমেদ, এবং সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ। সেশনটি পরিচালনা করেন প্রতিযোগিতার পরিচালক স্থপতি কামরুল হাসান।
এসময় প্রতিযোগিতার প্রকল্প ও নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের উন্মুক্ত নকশা প্রতিযোগিতার প্রদর্শনী

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ সংরক্ষণের উন্মুক্ত নকশা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্পগুলো প্রদর্শন করা হয়েছে।

বাস্থই সেন্টারের মাল্টিপারপাস হলে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বাস্থই-এর সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু. আ. আউয়াল হাওলাদার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আ. ছালাম খান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাস্থই-এর সহ সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক স্থপতি প্রফেসর ড. মাসুদ উর রশিদ, সহ সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মোঃ নওরোজ ফাতেমী, সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম ওয়াহিদ আসিফ, সম্পাদক (প্রকাশনা ও প্রচার) স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম, সম্পাদক (সেমিনার ও সম্মেলন) স্থপতি সাইদা আক্তার মুমু। এছাড়াও বাস্থই-এর সাবেক সভাপতি স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, প্রতিযোগিতা পরিচালক স্থপতি কামরুল হাসান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ বজলুর রশিদসহ আরও অনেক স্থপতি ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৫৫টি প্রকল্প প্রদর্শিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬টি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকল্প রয়েছে। AGE & EDGE Architecture Studio এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। Spatial Architects ও Form.3 Architects যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এছাড়া Native Works প্রতিযোগিতায় প্রথম কমেন্ডেশন পুরস্কার লাভ করে। দ্বিতীয় কমেন্ডেশন পুরস্কার অর্জন করে Ground One, তৃতীয় কমেন্ডেশন পুরস্কার অর্জন করে Ahmed Hossain Architects and Associates।

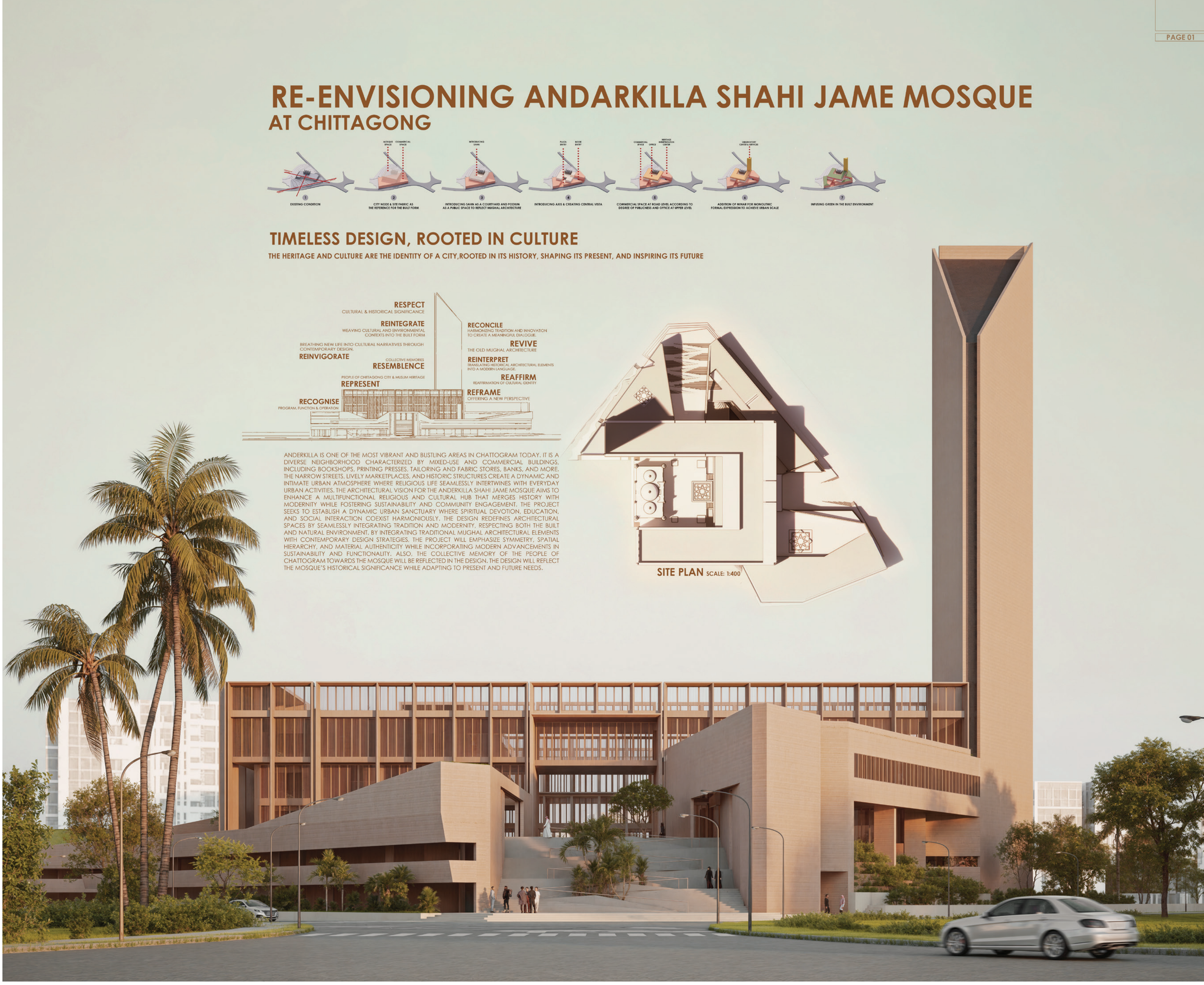

১

১. প্রথম স্থান: AGE & EDGE Architecture Studio
২. দ্বিতীয় স্থান: Spatial Architects
৩. তৃতীয় স্থান: Form.3 Architects

২

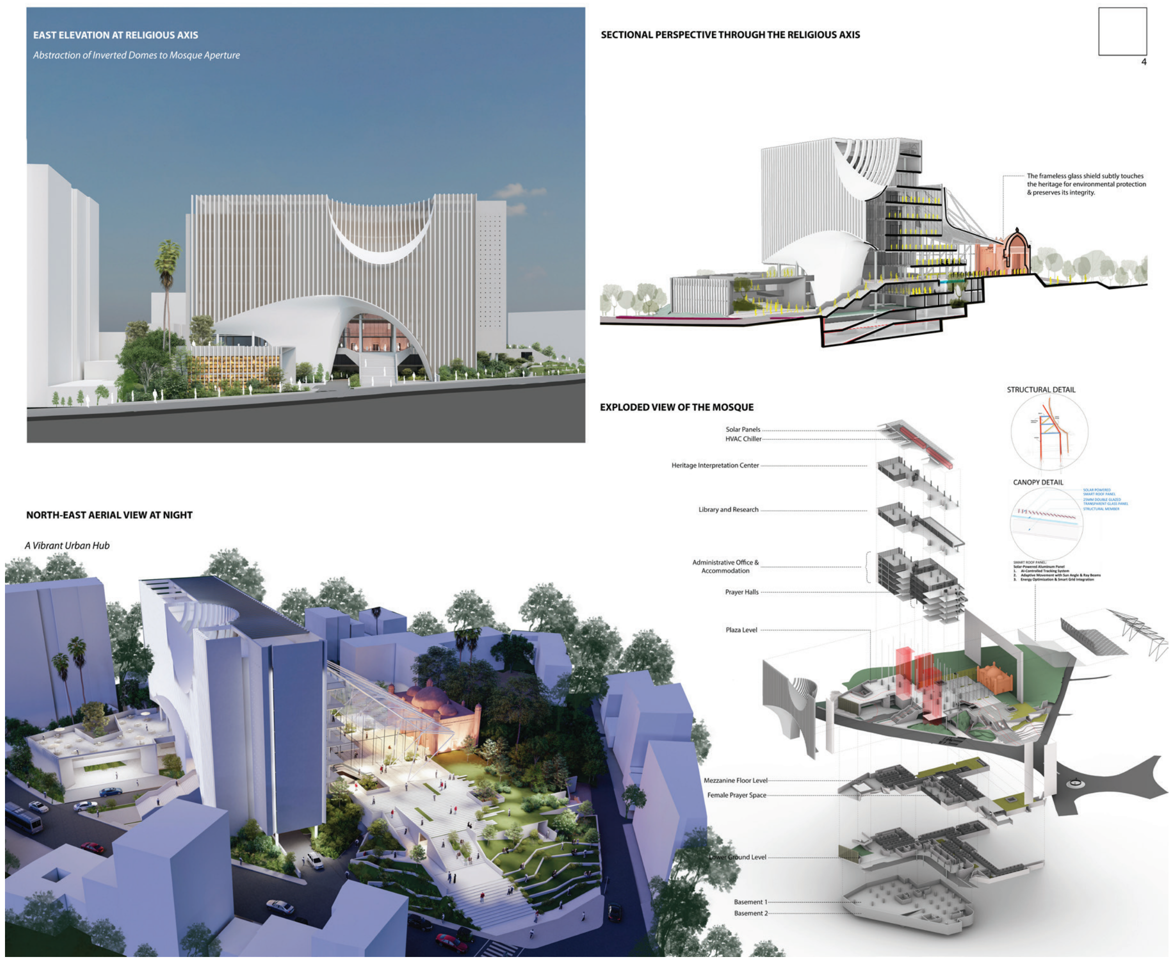
EAST ELEVATION AT RELIGIOUS AXIS
Abstraction of Inverted Domes to Mosque Aperture
SECTIONAL PERSPECTIVE THROUGH THE RELIGIOUS AXIS
4
The frameless glass shield subtly touches the heritage for environmental protection & preserves its integrity.
EXPLODED VIEW OF THE MOSQUE
STRUCTURAL DETAIL
CANOPY DETAIL
SOLAR POWERED SMART ROOF PANEL
25MM DOUBLE GLAZED TRANSPARENT GLASS PANEL
STRUCTURAL MEMBER
SMART ROOF PANEL:
Solar-Powered Aluminum Panel
1. AI-Controlled Tracking System
2. Adaptive Movement with Sun Angle & Ray Beams
3. Energy Optimization & Smart Grid Integration
Solar Panels
HVAC Chiller
Heritage Interpretation Center
Library and Research
Administrative Office & Accommodation
Prayer Halls
Plaza Level
Mezzanine Floor Level
Female Prayer Space
Lower Ground Level
Basement 1
Basement 2
NORTH-EAST AERIAL VIEW AT NIGHT
A Vibrant Urban Hub

৩

MASHRABIYA
A Mashrabiya is a decorative screen that's a feature of Islamic architecture. It's often made of wood and is used to control light, privacy, and temperature.
This feature has been interpreted as a symbol of memory from site and placed in Female Prayer Space, Ablution space, Foreign Guest accomodation or spaces that requires privacy. This porus lattice screen is an interpretation of conserving the memories of existing complex.
PROPOSED CAST IRON SCREEN DERIVED FROM THE OLD CEMENT SCREEN OF EXISTING MOSQUE EXTENSION
MASHRABIYA- FATEHPUR SIKRI
EXISTING CEMENT SCREEN OF ANDARKILLA SHAHI JAME MOSQUE
TRANQUIL INTERIOR SPACE
EXISTING PATTERN

ওয়েবিনার কার্যক্রম

ড্যাপ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০২৫ বিষয়ে বাস্তুই-এর উন্মুক্ত সভা

ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০২৫ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসন ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর উদ্যোগে একটি উন্মুক্ত সভা আয়োজন করা হয় । গত ২২ মার্চ ২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে বাস্থই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য দেন বাস্থই-এর সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ এবং সম্পাদক (পেশা) স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ।

তারা স্থপতিদের সামনে ড্যাপ ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালার বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করেন এবং ধাপে ধাপে বাস্থই-এর গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন। এসময় সহ সভাপতি (জাতীয় বিষয়াদি) স্থপতি নওয়াজীশ মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক স্থপতি প্রফেসর ড. মাসুদ উর রশিদ এবং সম্পাদক (পরিবেশ ও নগরায়ন) স্থপতি ড. খুরশিদ জাবিন হোসেন তৌফিক (উৎপল) উপস্থাপনায় অংশ নেন।

প্রেজেন্টেশনের পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২৬তম নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাস্থই-কে সহায়তা করার অনুরোধ জানানো হয়।

বাস্থই সভাপতি বলেন, একসঙ্গে কাজ করলে আরও বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাস্থই স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দেয় এবং ভবিষ্যতে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সদস্যদের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে।

বার্জার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন আর্কিটেকচার (বিএইএ)-এর ১১তম চক্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

বার্জার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন আর্কিটেকচার (বিএইএ)-এর ১১তম চক্রের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রকল্পগুলোর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাস্থই সেন্টারের মাল্টিপারপাস হলে প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। পরে তা চলে ৬ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাস্থই-এর সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ এবং বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার ও ডিরেক্টর মহসিন হাবিব চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাস্থই-এর সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. নওরোজ ফাতেমী, সম্পাদক (প্রকাশনা ও প্রচার) স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম, ১১তম চক্রের অ্যাওয়ার্ড ডিরেক্টর স্থপতি আছিয়া করিম, ডেপুটি অ্যাওয়ার্ড ডিরেক্টর স্থপতি আবু মুসা ইফতেখার ও স্থপতি নাজিফা তাবাসসুম এবং বিচারকমণ্ডলীর সদস্য স্থপতি আবু হায়দার ইমামউদ্দিন, স্থপতি বায়েজীদ মাহবুব খন্দকার ও স্থপতি তামান্না সাঈদ উপস্থিত ছিলেন। বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে চিফ বিজনেস অফিসার আবুল কাশেম মোহাম্মদ সাদেক নেওয়াজ এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার এ.টি.এম. শামীম উজ জামান-সহ আরও অনেক স্থপতি ও অতিথি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

প্রদর্শনীতে ১১তম চক্রের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ৭২টি প্রকল্প প্রদর্শিত হয়, যার মধ্যে ৬টি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকল্প বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়:

- এ হোম ফর মেমোরিজ অ্যান্ড ডে ড্রিমস – স্টুডিও গুমতী ঘর
- রূপগাঁও – পার্সিভ + এ এস পি
- ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ইউনিট-১৭ মাল্টিপারপাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং – নিওফরমেশন আর্কিটেক্টস
- অজো আইডিয়া স্পেস – গ্রুপ অব আর্কিটেক্টস অ্যান্ড থিঙ্কারস
- গল্পগৃহ – ইন্ডাসকন আর্কিটেক্টস
- জাস্টিস শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্ক – ভিত্তি স্থপতিবৃন্দ লিমিটেড

বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২২ বছর ধরে ১১টি চক্রের মাধ্যমে বার্জার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন আর্কিটেকচার (বিএইএ)-এর প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হয়ে আসছে। স্থপতিদের অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এবং তাঁদের নান্দনিক ও সৃজনশীল স্থাপত্যকর্মকে সম্মাননা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

১

১. এ হোম ফর মেমোরিজ অ্যান্ড ডে ড্রিমস — স্টুডিও গুমতী ঘর
২. ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ইউনিট-১৭ মাল্টিপারপাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং — নিওফরমেশন আর্কিটেক্টস
৩. রূপগাঁও — পার্সিভ + এ এস পি

INCEPTA PHARMACEUTICALS LIMITED
UNIT-17 MULIPURPOSE INDUSTRIAL BUILDING
AT ZIRABO, SAVAR

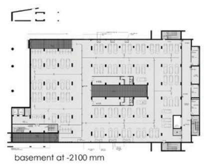

basement at -2100 mm

1 reception and waiting
2 lobby
3 incepta museum
4 meeting room
5 control room
6 training hall
7 Male-female toilet and janitor
8 waiting area
9 cash counter
10 warehouse
11 material hold area
12 warehouse office
13 loading /unloading bay
14 warehouse changing room
15 LT/MDB room
16 production workers entry
17 store area
18 electrical room
19 boiler
20 reception
21 RO system
22 quarantine and slaughter house
23 ETP

master plan at 1200mm

1.executive lounge
2.executive dining
3.board meeting
4.offline packing area
5.warehouse
6.dining
7.accomodation

LEVEL -02 at 5400mm

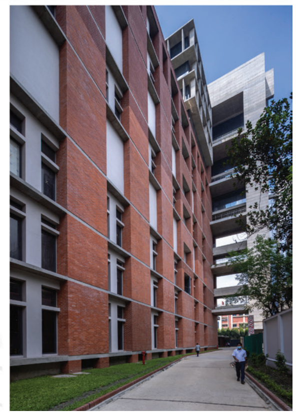

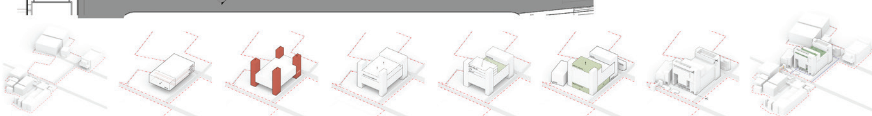

২

Front facade/ North

End facade/ South

Perspective from suspended round stair

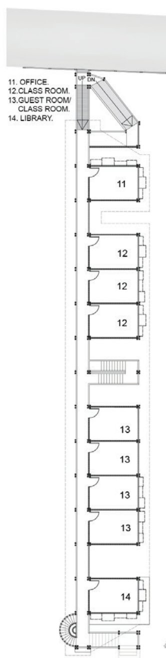

11. OFFICE.
12.CLASS ROOM.
13.GUEST ROOM/ CLASS ROOM.
14. LIBRARY.

1ST FLOOR PLAN AT +7'

To minimize material usage for this type of building, a study of the local lifestyle and construction methods was conducted. The study revealed traditional techniques used in local homes,incorporating bamboo and earth-mixed mud houses. The surrounding houses, passed down through generations, showcased the timeless beauty and wisdom of using clay, bamboo, and palm wood.

Various types of local bamboo and durable mud mixture samples were collected for the design development. The structure was elevated by 2 to 3 feet from the lower level without disturbing the earth, resulting in a two-story building that adapted to the existing site depth. The structure was elevated for three main reasons: first, dry bamboo decomposes with earth contact; second, to accommodate water level rise; and third, to manage the flow of water from relatively high roads. The design incorporated functional spaces based on local climate analysis and basic needs, with materials sourced from within a 2-kilometer radius to ensure ease of repair and maintenance. Alluvial soil from a nearby river and mature bamboo were used for the floor layer.

Although the process incurred substantial expenses, the project faced another significant challenge related to the architectural design. The structure measured 180 feet in length and 20 feet in width, with the most demanding aspect being the roof design. Crafting a single long roof spanning the entire structure was a difficult task, requiring close collaboration with skilled craftsmen. Numerous iterations and refinements were undertaken until the desired design was achieved.

Rupgaon's upper level includes an office room for administrative tasks, seven versatile classrooms (four of which also serve as accommodations), and a library room doubling as a meditation area and lower floor includes a display center, a multipurpose space/seminar hall, a cafeteria with a kitchen, and a room for service/caretaker. Here we consider the front ramp as providing universal access for all disabilities.

Sectional Perspective from West to East

Sectional Perspective from North to South

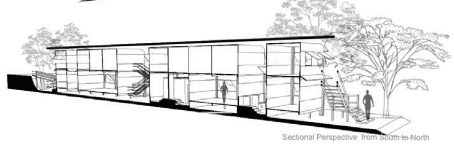

Sectional Perspective from South to North

The Aisle/ west side 1st floor

East facade Perspective

Entrance Ramp

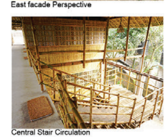

Central Stair Circulation

Official Block

Kitchen

In-between space

Wash Zone

Meditation space

Dining nook

৩

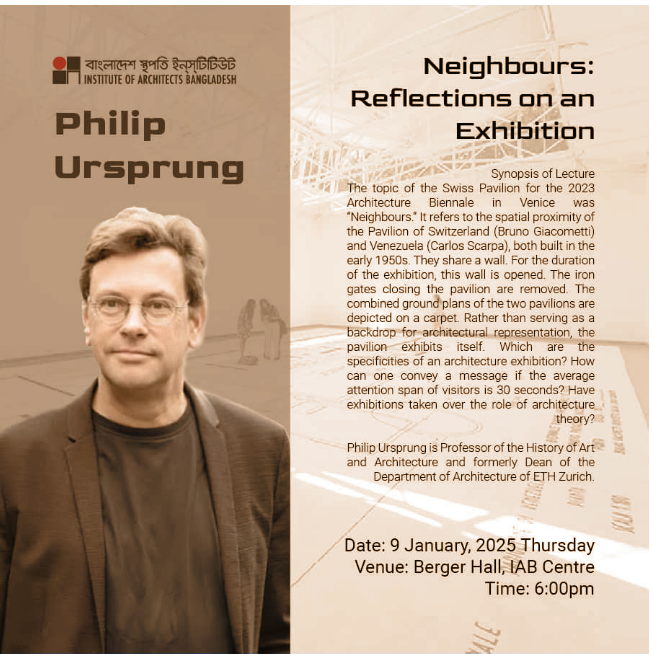

Neighbours: Reflections on an Exhibition শীর্ষক লেকচার অনুষ্ঠিত

গত ৯ জানুয়ারি ২০২৫ সন্ধ্যা ৬টায় বাস্থই কার্যালয়ে 'Neighbours: Reflections on an Exhibition' শীর্ষক একটি লেকচার অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থপতি, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা অংশ নেন।

ইটিএইচ (ETH) জুরিখের শিল্প ও স্থাপত্য ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্থাপত্য বিভাগের প্রাক্তন ডিন ফিলিপ উরস্প্রুং (Philip Ursprung) এই লেকচার প্রদান করেন। এতে ২০২৩ সালের ভেনিস স্থাপত্য বিয়েনালের সুইস প্যাভিলিয়নের স্থাপত্যিক উপস্থাপনা এবং ভেনিজুয়েলা প্যাভিলিয়নের (Carlos Scarpa) সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ফিলিপ তাঁর প্রেজেন্টেশনে ১৯৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে নির্মিত দুটি প্যাভিলিয়নের পারস্পরিক স্থাপত্যিক সংযোগ তুলে ধরেন। সুইস প্যাভিলিয়নের স্থাপতিক রূপান্তর, লোহার ফটক অপসারণ এবং সম্মিলিত গ্রাউন্ড প্ল্যানকে কার্পেটে উপস্থাপনের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এছাড়া, স্থাপত্য প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য ও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণের চ্যালেঞ্জ নিয়েও বিশদ আলোচনা করা হয়।

লেকচার শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থাপত্য প্রদর্শনীর প্রভাব এবং তাত্ত্বিক দিক নিয়ে মতবিনিময় করেন অংশগ্রহণকারীরা। অনুষ্ঠান শেষে ফিলিপ উরস্প্রুং-কে ক্রেস্ট প্রদান করেন বাস্থই সভাপতি স্থপতি প্রফেসর ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ। এসময় বাস্থই-এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মো. নওরোজ ফাতেমী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডি প্রোগ্রাম ও কর্মশালা

বাস্থই-এর পূর্ণ সদস্যপদ পরীক্ষা-প্রস্তুতি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই) এর পূর্ণ সদস্যপদ পরীক্ষার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ‘ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮’ বিষয়ক একটি Examination Preparation Workshop অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে স্থপতি কাওছারী পারভীন সংশ্লিষ্ট বিধিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, এবং সম্পাদক (সদস্যপদ) স্থপতি আহসানুল হক রুবেল পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

ব্লক ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক CPD কোর্স অনুষ্ঠিত

ব্লক উন্নয়ন বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আশ্রয় (shelters), পয়ঃনিষ্কাশন, পানি, রাস্তা ও অন্যান্য বেসিক সুবিধা নিয়ে গঠিত একটি ইউনিট বা ব্লকের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এটি ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, কার্যকর পরিষেবা বিতরণ ও স্থান ব্যবহারের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (মঙ্গলবার) বিকাল ৫:০০টায়, বাস্থই সেন্টারে "Block Development: Experience, Challenges এবং Opportunities" শীর্ষক একটি CPD (Continuing Professional Development) কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সেশনটি পরিচালনা করেন স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ, স্থপতি আবু আনাস ফয়সাল, এবং স্থপতি মোঃ দিদারুল ইসলাম ভূঁইয়া । কোর্সটিতে ব্লক-ভিত্তিক উন্নয়নের মৌলিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (DAP) ২০২২–২০৩৫-এ ব্লক ভিত্তিক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো ঢাকার অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধ করে পরিকল্পিত, সবুজ ও মানবিক শহর গড়ে তোলা। প্রণীত বিশদ আঞ্চল পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্দ্যোগে ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। যে সব শর্ত মেনে ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন করা যাবে তার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (DAP) ২০২২–২০৩৫-এ মূল নির্দেশনায় নির্দিষ্ট পরিমান জমির ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমান বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (DAP) ২০২২–২০৩৫-এ পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষনের শর্তে ব্লক ভিত্তিক উন্নয়নের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

স্থপতি ওয়াহিদ আসিফ ব্লক ভিত্তিক উন্নয়নের এই সকল দিকগুলি নিয়ে আলোকপাত করেন। একই সঙ্গে তিনি ব্লক ভিত্তিক উন্নয়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যেমন, সেটব্যাক, সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন, রাস্তার প্রশস্ততা ও জনঘনত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত FAR (Floor Area Ratio) হিসাব করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ব্লক ভিত্তিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও নগর পরিকল্পনায় এর প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করেন।

স্থপতি আবু আনাস ফয়সাল এবং স্থপতি মোঃ দিদারুল ইসলাম ভূঁইয়া ব্লক ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নকশা প্রণয়ন, এর বাস্তবতা, এর চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

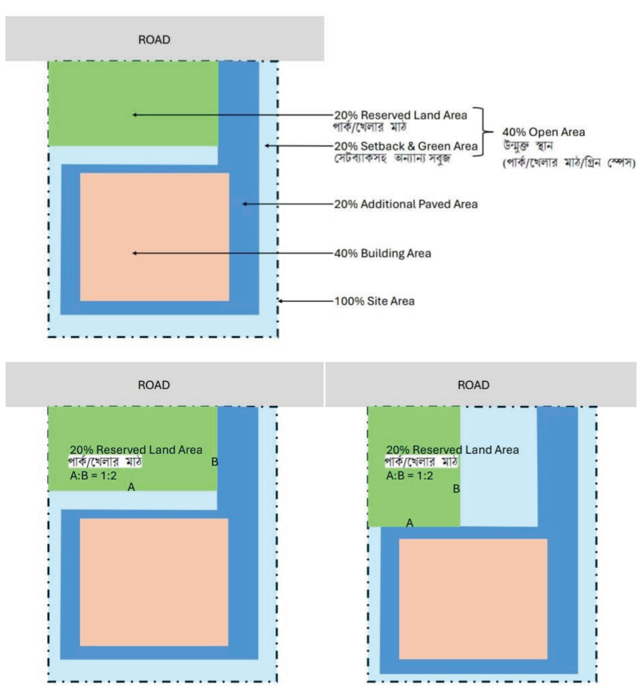

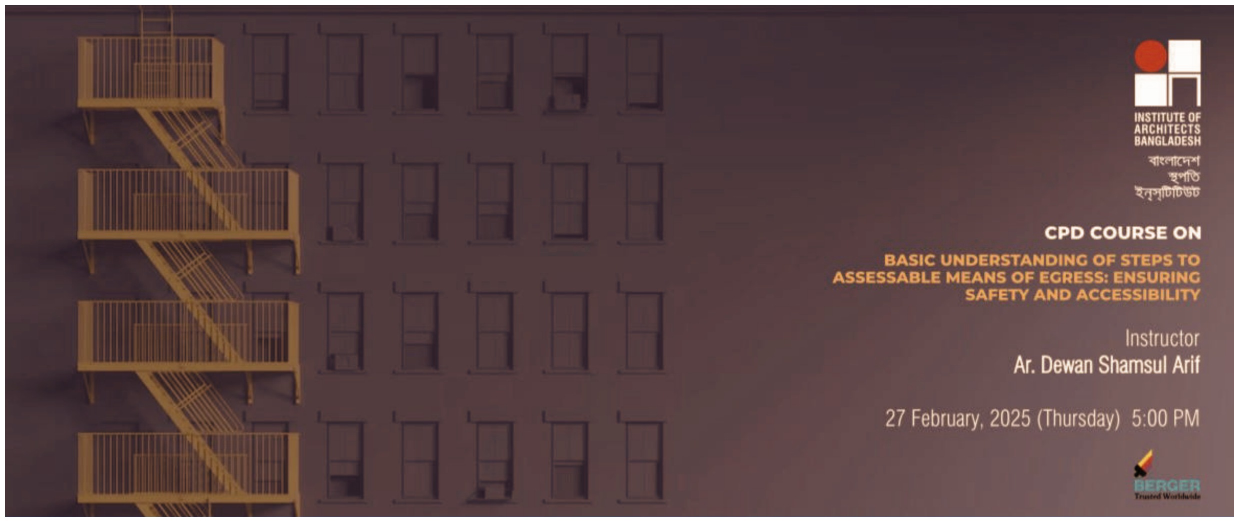

‘Accessible Means of Egress’ বিষয়ক CPD কোর্স অনুষ্ঠিত

Means of Egress হলো ভবনের ভেতর থেকে রাস্তায় বা খোলা জায়গায় পৌঁছানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ পথ, যাতে সবাই সহজে ও দ্রুত বাইরে বের হতে পারে। এটি সাধারণত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, প্রস্থান পথের প্রবেশদ্বার (access), মধ্যবর্তী পথ (travel path), এবং চূড়ান্ত নির্গমন (exit discharge)। স্থাপত্য পেশাচর্চার উন্নয়নে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫:০০টায় বাস্থই সেন্টারে "Basic Understanding of STEPS to Accessible Means of Egress: Ensuring Safety and Accessibility" শীর্ষক একটি CPD (Continuing Professional Development) কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। স্থপতি দেওয়ান শামসুল আরিফ পরিচালিত এই সেশনে নিরাপদ বহির্গমন পথ, প্রবেশযোগ্যতা, এবং ভবন নিরাপত্তার নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ভবন নকশায় “বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০” অনুসারে ভবনের যেকোনো অংশ থেকে জরুরি নির্গমন পথ এর ব্যবস্থা রাখার গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশেষকরে একটি ভবনের যেকোনো পয়েন্ট থেকে বহির্গমন পথ ধরে বাইরে যাওয়ার পথ যে তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় তার উপর আলোকপাত করেন। Means of Egress কেবল একটি ভবন বা কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ যা বহির্গমনের উপায় তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করে না পাশাপাশি একটি নিরাপদ পথ ও প্রদান করে এই বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করে নেন।

আয়োজনটি একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয়। এই CPD কোর্স স্থপতিদের জন্য ভবন নকশায় নিরাপত্তা ও প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

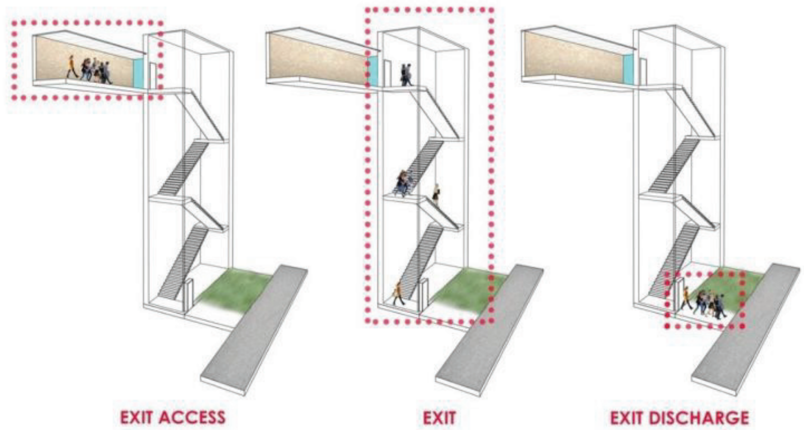
EXIT ACCESS
EXIT
EXIT DISCHARGE

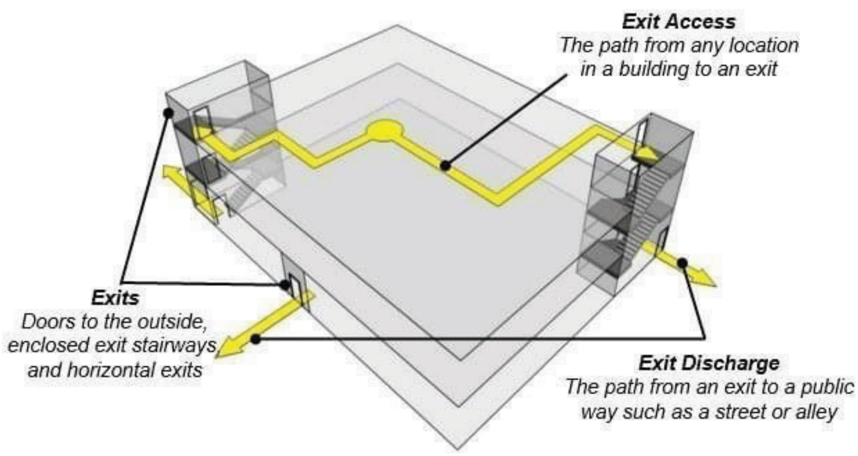
Exit Access
The path from any location in a building to an exit
Exits
Doors to the outside, enclosed exit stairways and horizontal exits
Exit Discharge
The path from an exit to a public way such as a street or alley

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-১৯৯৬ নিয়ে CPD Workshop

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬" হলো বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত একটি বিধিমালা, যা ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ, রূপান্তর ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্থায়িত্ব, প্রবেশযোগ্যতা ও নগর সৌন্দর্য নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য সকল নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬" হলো বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত একটি বিধিমালা, যা ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ, রূপান্তর ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্থায়িত্ব, প্রবেশযোগ্যতা ও নগর সৌন্দর্য নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য সকল নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে। গত ১১ মার্চ ২০২৫, মঙ্গলবার, বাস্থই সেন্টারে "ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬" শীর্ষক একটি CPD (Continuing Professional Development) Workshop অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সিপিডিতে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন স্থপতি দেওয়ান শামসুল আরিফ এবং স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান রোজেন । উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতা বহির্ভূত সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন এর ক্ষেত্রে "ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬" অনুসরন করা হয়। প্রশিক্ষকগন ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬-এর মূল কাঠামো, স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনায় এর প্রভাব, এবং পেশাগত চর্চায় বিধিমালার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিশদ আলোকপাত করেন। পরিকল্পিত নগরায়ণ নিশ্চিত করা, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণ নিশ্চিত করা, ভবন নির্মাণে আলো-বাতাস, জরুরী নির্গমন পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬-এর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬-এর গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী সেটব্যাক ও রাস্তা হতে ভবনের দূরত্ব, ভবনের প্রতিটি কক্ষে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, ভবনের যেকোনো অংশ থেকে জরুরি নির্গমন পথ, সীমানা দেয়ালের সর্বোচ্চ উচ্চতা, ছাদ, কার্নিশ ও সানশেড এর নির্দিষ্ট সীমা, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬-এর আইন ভঙ্গের শাস্তির বিষয়ে ধারনা দেয়া হয়। সিপিডিটির শেষ পর্যায়ে প্রশিক্ষকগন অংশগ্রহণকারী স্থপতিদের সুবিধার্থে নকশা প্রণয়নের জন্য একটি চেকলিস্ট উপস্থাপন করেন। যার মাধ্যমে স্থপতিরা নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ১৯৯৬ বিধিমালার বিভিন্ন ধারা সহজেই প্রয়োগ করতে পারবেন।

RULE : 6.01	QUALIFICATION OF THE PROFESSIONAL FOR DESIGNING THE PROJECTS					
LIST OF THE CATAGORY OF DESIGN FOR QUALIFIED PROFESSIONALS						
SL	TYPE OF DESIGN	QUALIFICATION OF THE ELEGIBLE PROFESSIONALS				
01.	UPTO 04 (FOUR) STORIED BUILDING DESIGN	ARCHITECT (Graduate)	ENGINEER (Graduate)	ARCHITECT (Diploma)	ENGINEER (Diploma)	DRAFTSMAN (Certified)
02.	05 (FIVE) & ABOVE STORIED BUILDING DESIGN	ARCHITECT (Graduate)				
03.	BUILDING BESIDE VIP ROADS	ARCHITECT (Graduate)				
04.	POND EXCAVATION & HILL CUTTING	ARCHITECT (Graduate)	ENGINEER (Graduate)			

RULE : 12	BUILDING HEIGHT

AS PER THIS RULE: BUILDING HEIGHT IS NOT MORE THAN THE FOLLOWING FORMULA

ROAD WIDTH + THE DISTANCE BETWEEN THE ROAD AND BUILDING X 2 = BUILDING HEIGHT
A + B X 2 = C

(A + B) X 2 = C

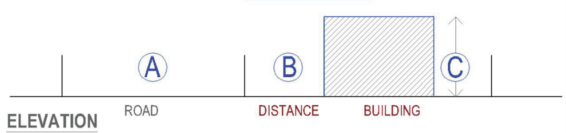

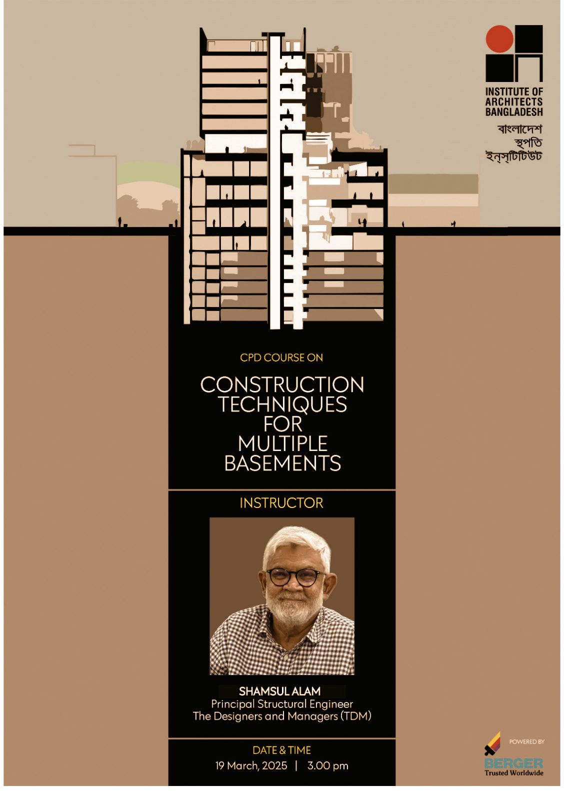

'বহুতল বেজমেন্ট নির্মাণের প্রযুক্তি' নিয়ে কর্মশালা

গত ১৯ মার্চ ২০২৫, বুধবার, বাস্থই কার্যালয়ে "Construction Techniques for Multiple Basements" শীর্ষক একটি CPD (Continuing Professional Development) অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ সেশনে খ্যাতিমান ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শামসুল আলম, প্রিন্সিপ্যাল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এবং দি ডিজাইনারস এন্ড ম্যানেজারস (টিডিএম) লিমিটেড-এর কর্ণধার, প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

"Construction Techniques for Multiple Basements" বলতে এমন একগুচ্ছ আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক বেজমেন্ট স্তরবিশিষ্ট ভবন নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে নির্মাণ করা যায় । এসব প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হলো গভীর খননের সময় পার্শ্ববতী ভূমির চাপ নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ মোকাবিলা, এবং নির্মাণ কার্যক্রমের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। উন্নত শহরাঞ্চলে যেখানে জমির সংকট এবং উচ্চ আয়তনের পার্কিং/ইউটিলিটি স্পেসের প্রয়োজনীয়তা বেশি, সেখানে মাল্টিলেভেল বেজমেন্ট একটি অত্যাবশ্যক নির্মাণ কৌশল হয়ে উঠেছে। সেশনটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে এলাকায় মাল্টিলেভেল বেজমেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ, নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আধুনিক পদ্ধতি। প্রশিক্ষক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেন কীভাবে গভীর খননের সময় পাশে থাকা ভূমির চাপ নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ মোকাবিলা এবং পার্শ্ববতী অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায়। বেজমেন্ট নির্মাণে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান প্রযুক্তি যেমন শোর পাইল, শীট পাইল, সিকেন্ট পাইল, ব্রেসিং সিস্টেম এবং টপ-ডাউন কনস্ট্রাকশন নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতিটি প্রযুক্তি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নির্মাণ ধাপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীরা মাল্টিলেভেল বেজমেন্ট নির্মাণের পূর্ণ প্রক্রিয়া ও যুক্তিগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন। সেশনে উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নির্মাণ নিরাপত্তা, পার্শ্ববতী ভবন রক্ষা, সাইট ম্যানেজমেন্ট ও কনস্ট্রাকশন সিকোয়েন্স সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। প্রশিক্ষক ব্যাখ্যা করেন কীভাবে বিদ্যমান বিল্ডিং কোডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিজাইন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, বিশেষ করে যেসব এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বেশি। ওয়ার্কশপ শেষে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারী স্থপতিরা তাদের পেশাগত সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান লাভ করেন। এই কোর্সটি স্থপতিদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক ছিল, ব্লক ভিত্তিক নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতের নকশা সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

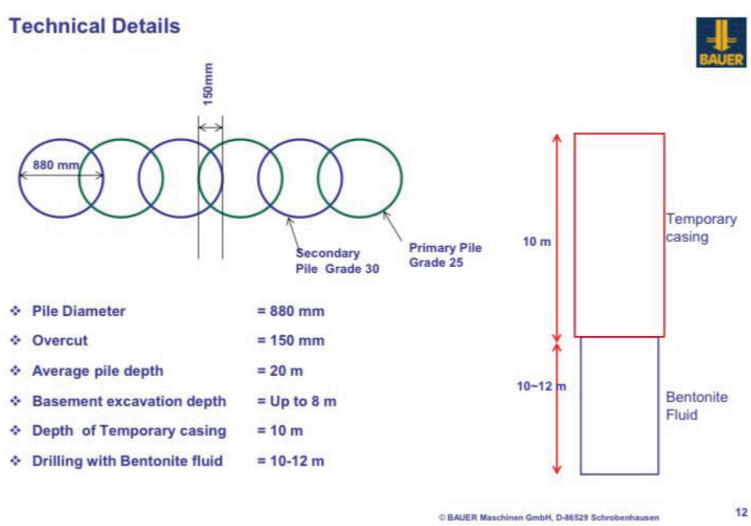
Technical Details
BAUER
150mm
880 mm
Secondary Pile Grade 30
Primary Pile Grade 25
10 m
Temporary casing
10~12 m
Bentonite Fluid
❖ Pile Diameter = 880 mm
❖ Overcut = 150 mm
❖ Average pile depth = 20 m
❖ Basement excavation depth = Up to 8 m
❖ Depth of Temporary casing = 10 m
❖ Drilling with Bentonite fluid = 10-12 m
© BAUER Maschinen GmbH, D-86529 Schrobenhausen
12

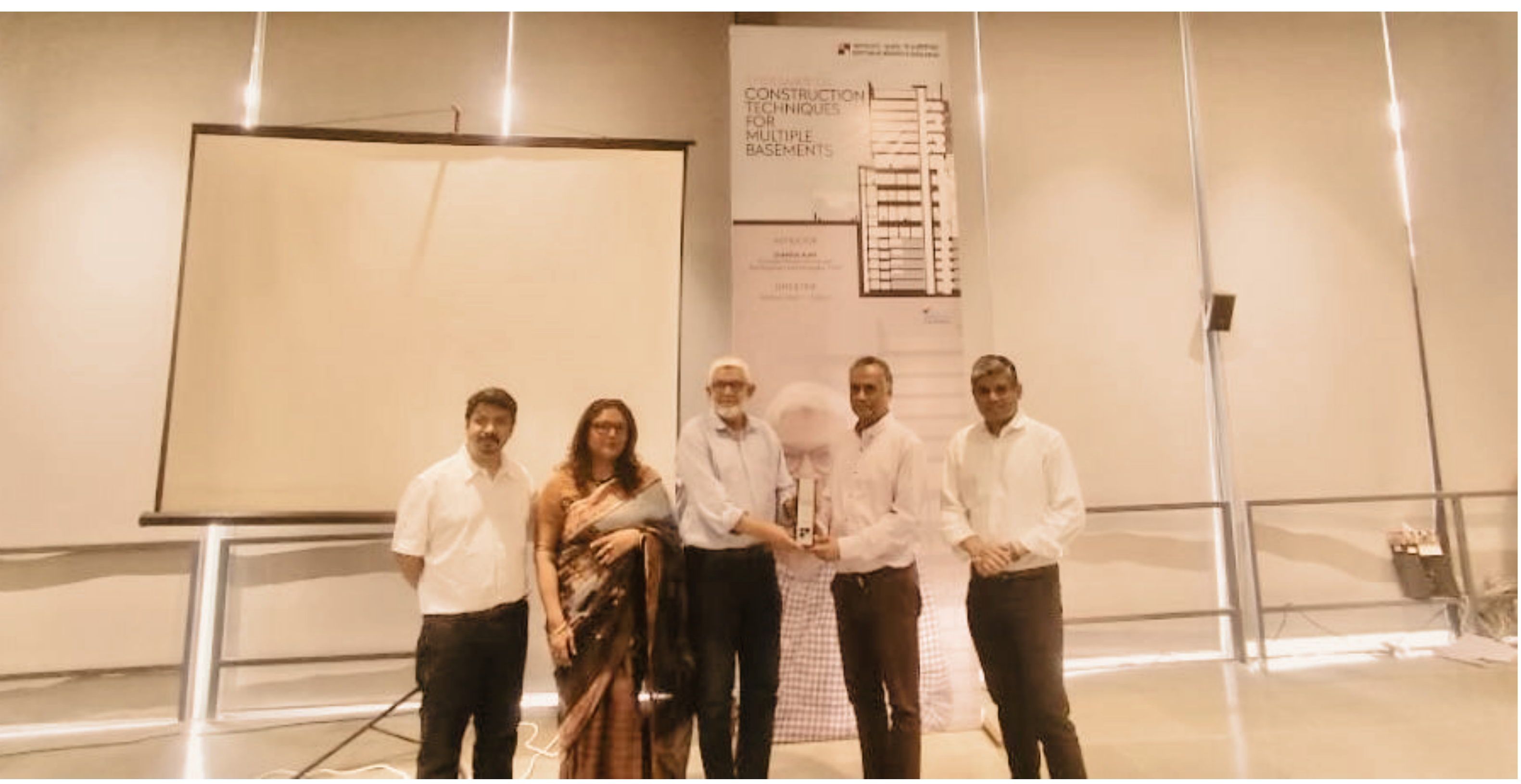
CONSTRUCTION TECHNIQUES FOR MULTIPLE BASEMENTS

ঐতিহ্য ও সংরক্ষণ

স্থাপত্যগাঁথায় রবিউল হুসাইন

স্থপতি রবিউল হুসাইন (৩১ জানুয়ারি ১৯৪৩ - ২৬ নভেম্বর ২০১৯) ছিলেন একাধারে একজন স্থপতি, কবি, শিল্প-সমালোচক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও সংস্কৃতিকর্মী। নানামুখী প্রতিভায় গুণী এই ব্যক্তিত্ব ২০09 সালে কবিতায় অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। স্থাপত্যে অসামান্য অবদানের জন্য ২০১৬ সালে বাস্থই কর্তৃক স্বর্ণপদক এবং ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৮ সালে একুশে পদক লাভ করেন। তিনি বাস্থই-এর সভাপতি হিসেবে চারবার দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও আর্কিটেক্টস রিজিওনাল কাউন্সিল অব এশিয়ার (আর্কএশিয়া) ভাইস-চেয়ারম্যান, কমনওয়েলথ এসোসিয়েশন অব আর্কিটেক্টস (সিএএ)-র ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন অব আর্কিটেক্টস-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সদস্য এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্রয়াত স্থপতির কাজের ধারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা নেওয়ার লক্ষ্যে গত ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৫-এ শুক্রবার সকাল থেকে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের পক্ষ থেকে দিনব্যাপী স্থপতি রবিউল হুসাইনের ৩টি প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর অংশ হিসেবে খামারবাড়ির বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক), মিরপুর-১০ এ অবস্থিত জল্লাদখানা, এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন ও পরিদর্শন করা হয়।

বাস্থই সম্পাদক (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) স্থপতি কাজী শামীমা শারমিন-এর নেতৃত্বে এই পরিদর্শনে ৩০জন স্থপতি অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকও পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন।

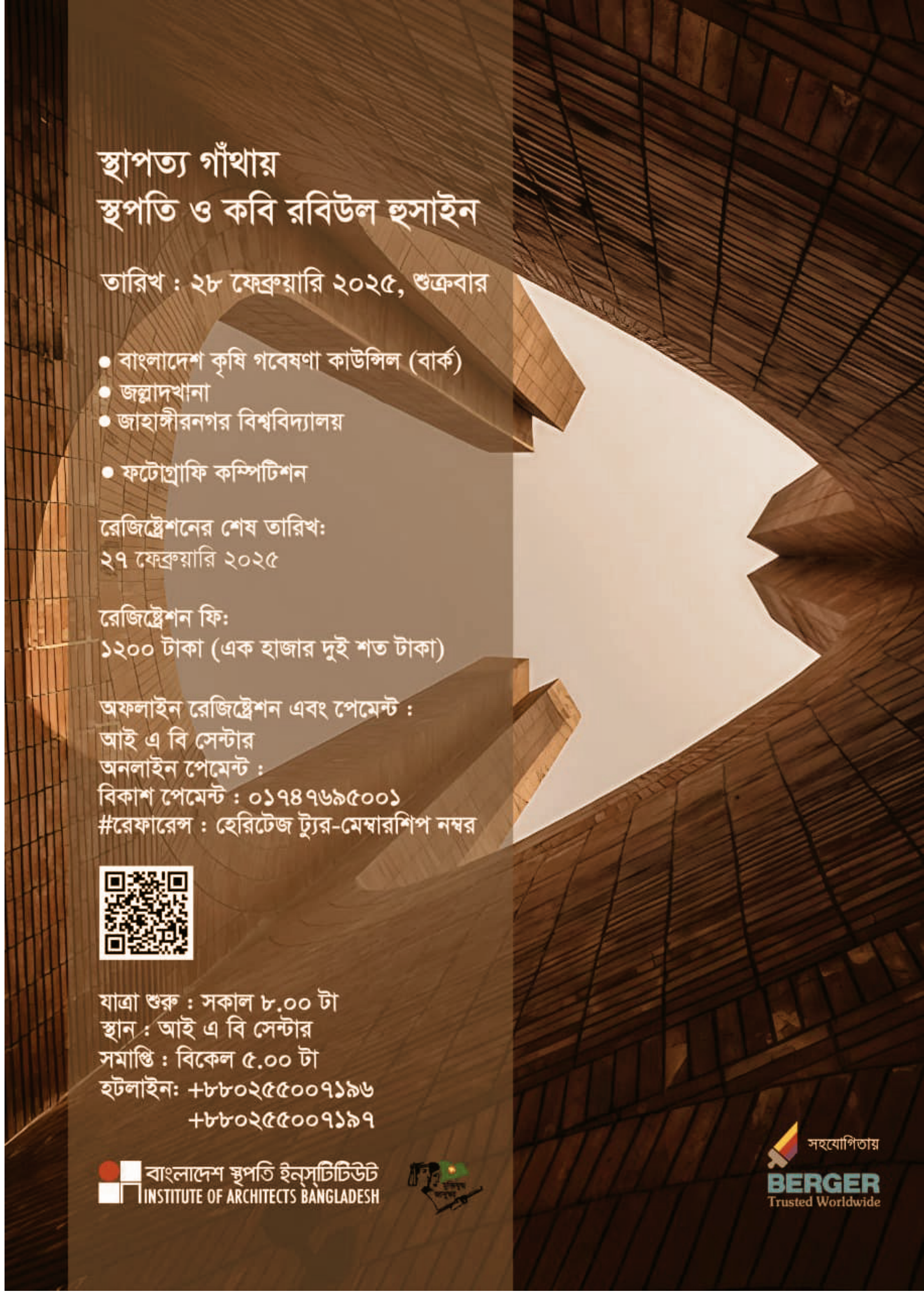
স্থাপত্য গাঁথায়
স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইন
তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শুক্রবার
● বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)
● জল্লাদখানা
● জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
● ফটোগ্রাফি কম্পিটিশন
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ:
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
রেজিস্ট্রেশন ফি:
১২০০ টাকা (এক হাজার দুই শত টাকা)
অফলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং পেমেন্ট :
আই এ বি সেন্টার
অনলাইন পেমেন্ট :
বিকাশ পেমেন্ট : ০১৭৪৭৬৯৫০০১
#রেফারেন্স : হেরিটেজ ট্যুর-মেম্বারশিপ নম্বর
যাত্রা শুরু : সকাল ৮.০০ টা
স্থান : আই এ বি সেন্টার
সমাপ্তি : বিকেল ৫.০০ টা
হটলাইন: +৮৮০২৫৫০০৭১৯৬
+৮৮০২৫৫০০৭১৯৭
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
সহযোগিতায়
BERGER
Trusted Worldwide

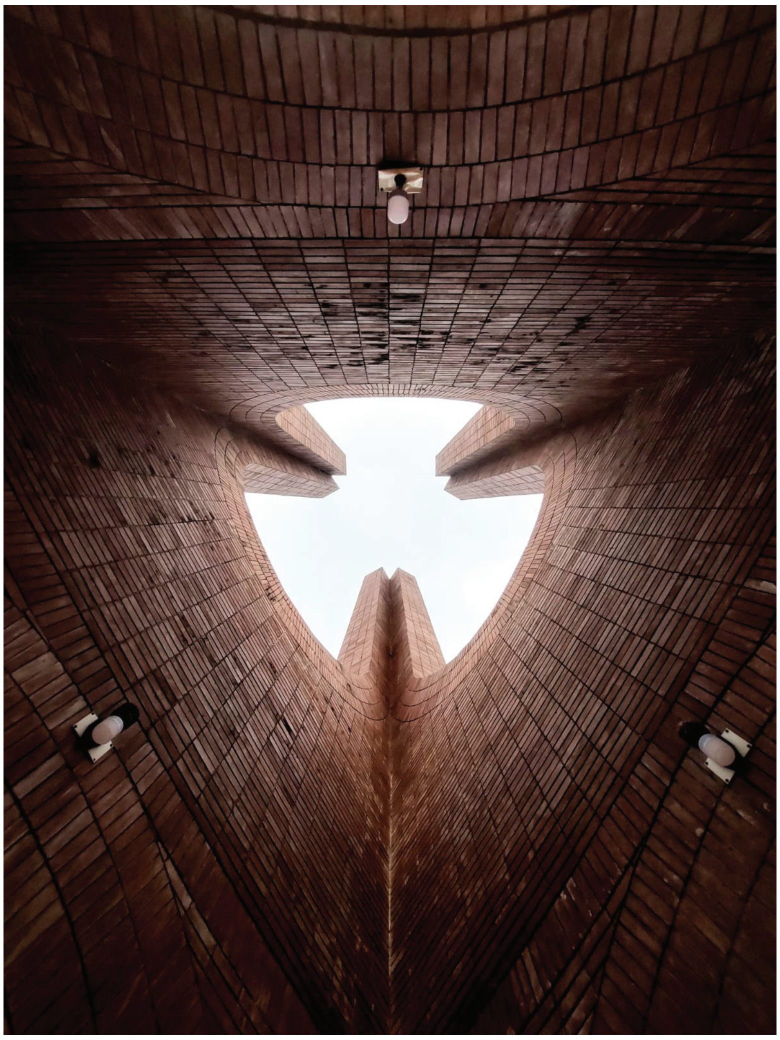

শহীদ মিনার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ২০০৮

স্থপতি রবিউল হুসাইন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ফটক, ভাসানী হল, বঙ্গবন্ধু হল, শেখ হাসিনা হল, খালেদা জিয়া হল, ওয়াজেদ মিয়া সায়েন্স কমপ্লেক্স নকশা করেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থাপত্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার।

জল্লাদখানা
মিরপুর, ২০০৮

জল্লাদখানা বধ্যভূমি বা পাম্পহাউজ বধ্যভূমি ঢাকার মিরপুর-১০ নম্বরে অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বধ্যভূমি ।
২০০৮ সালে তৎকালীন সরকার পুনরায় জল্লাদখানা কর্মসূচি শুরু করে এবং স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইন এর সার্বিক পরিকল্পনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয় জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)
খামারবাড়ি, ১৯৮২

১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় স্থপতি রবিউল হুসাইন বিএআরসি-এর বর্তমান ভবনটি নকশা করেন, প্রায় ৪ বছর ধরে চলে এই কর্মযজ্ঞ। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তিনি বাংলাদেশের জলবায়ু , প্রকৃতি এবং জীবনধারার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে লাল ইটের গাঁথুনিতে তৈরি করেন এক অনন্য সাধারণ স্থাপত্য।

বাস্থই-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই)-এর পক্ষ থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠানে বাস্থই-এর পক্ষ থেকে সম্পাদক (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) স্থপতি কাজী শামীমা শারমিনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এতে স্থপতি, বাস্থই কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং মাতৃভাষার অধিকার ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

শহর ও নগরায়ণ

পরিবেশ ও নগরায়ন সংক্রান্ত কর্মশালায় আইএবি প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

৯ থেকে ১৩ মার্চ ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিনব্যাপী কর্মশালা "Green Development and Urban Planning: Enhancing Skills for Sustainable Jobs"। কর্মশালাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোরিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (কেআইপি) এর বিশেষজ্ঞরাও অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন।

এই কর্মশালায় আইএবি-এর পরিবেশ ও নগরায়ন কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন—
আর্কিটেক্ট মুহাম্মদ শামসুজ্জামান (S-039), আর্কিটেক্ট ড. আয়েশা সিদ্দিকা, আর্কিটেক্ট আব্দুল্লাহ আল-আমিন (AA-520), আর্কিটেক্ট তাসনোভা ইকবাল (I-134), আর্কিটেক্ট মো. মাহমুদুর রহমান পাপন (R-155), আর্কিটেক্ট নাজিফা যাবীন সিদ্দিকা, আর্কিটেক্ট ফাতেমা নূর সুমাইতা এবং আর্কিটেক্ট ইশরার হক।

১২ই মার্চ কর্মশালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ঢাকার ল্যান্ডফিল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি অবকাঠামো সরেজমিন পরিদর্শন। এই ভিজিটে কেআইপি প্রতিনিধিরা ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ক্লোজড-লুপ সিস্টেমের অনুপস্থিতি, যথাযথ বর্জ্য পৃথকীকরণ, ক্যাচমেন্ট এলাকা নিরূপণের ঘাটতি এবং পেশাদার জনবলের অভাব তুলে ধরেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, পিক আওয়ারে ল্যান্ডফিল গেট খোলা থাকায় পানি দূষিত হচ্ছে, আর শহরের চলাচলজটের কারণে বর্জ্য লজিস্টিক্সও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের সুপারিশ ছিল—

একটি পেশাদার waste management body গঠন,

waste-to-energy প্রযুক্তি সংযুক্তি,

নাগরিক শিক্ষার উদ্যোগ,

প্রশিক্ষিত জনবল এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিল-এ বিনিয়োগ।

এই পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনাগুলো কর্মশালার বাস্তবধর্মী দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিগোচর করে এবং বাংলাদেশের জন্য নতুন সুযোগের দিক উন্মোচন করে।

আইএবি প্রতিনিধিরা কর্মশালায় বাংলাদেশের শহরায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল নিয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। তাঁরা পরিবেশ সংরক্ষণ, নগর পরিকল্পনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট সিটি ধারণা, ট্রাফিক এবং নগরের স্থিতিশীলতা নিয়ে কৌশলগত আলোচনা করেন।

এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটি দেশের টেকসই নগর উন্নয়নের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

আর্কএশিয়া ফোরামের কাউন্সিল মিটিং

শ্রীলঙ্কার কলম্বোর বিএমআইসিএইচ-এ গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ARCASIA-এর কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল মিটিংয়ে বাস্থই-এর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বাস্থই-এর সহসভাপতি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল এবং সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ। একই সাথে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেন বাস্থই-এর সাবেক সভাপতি স্থপতি কাজী গোলাম নাসির এবং বর্তমান নির্বাহী পরিষদের সম্পাদক (প্রকাশনা ও প্রচার) স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম। সর্বশেষ পূর্বতন আর্কএশিয়া সভাপতি হিসাবে কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করেছেন বাস্থই সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাইদ এম. আহমেদ। কাউন্সিল মিটিংয়ে আরও অংশ নেন আর্কএশিয়া সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কমিটির চেয়্যারপারসন ও বাস্থই-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ফারহানা শারমিন ইমু।

দুই দিনব্যাপি কাউন্সিল মিটিংয়ে আর্কএশিয়ার সদস্য ২২টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, নতুন সদস্য হিসেবে অধিভুক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে মালদ্বীপ ও কম্বডিয়া। বাস্থই-এর পক্ষ থেকে এই দুই দেশের স্থপতিদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

44TH COUNCIL MEETING OF ARCASIA
15-16 JANUARY 2025, BMICH, COLOMBO
arcasia
Architects Regional Council Asia
ARCASIA
FORUM 22
COLOMBO - SRI LANKA

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২-এ ‘সমসাময়িক স্থাপত্য বিষয়ক গভীর অনুসন্ধান!’

আন্তর্জাতিক স্থাপত্য অঙ্গনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম ‘আর্কএশিয়া ফোরাম ২২’-এ বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘Deep Dives into Contemporary Architecture’ শীর্ষক সেশন। ২০২৫ সালের ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অবস্থিত বিএমআইসিএইচ-এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ৯টি প্যারালাল সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সমসাময়িক স্থাপত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।
প্রথম দিনে, ‘Designing Polymathic Scalable Solutions for Tomorrow at the Local Level’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভিত্তি স্থপতিবৃন্দের সহপ্রতিষ্ঠাতা স্থপতি ইশতিয়াক জহির তিতাস। তিনি কনটেক্সচুয়াল ডিজাইন সলিউশনের মাধ্যমে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সংকট মোকাবিলার কৌশল তুলে ধরেন।
দ্বিতীয় দিনে, ‘Polymathic Excellence: Crafting Narratives, Designing for Tomorrow’ থিমের অধীনে সেশন ৬-এ বক্তব্য দেন স্থপতি নুর-এ-দিপা মুত্তাকী অনন্যা এবং স্থপতি শারেক রউফ চৌধুরী। 'Forging Dreams: Where Imagination Becomes Architecture' শিরোনামে তাঁদের উপস্থাপনায় ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী, সাহিত্য, ইতিহাস ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কল্পনা কীভাবে স্থাপত্যে রূপ লাভ করে তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের প্রণয়ন করা কিছু ডিজাইন প্রকল্প—ফার্মগেট ফুটওভার ব্রিজ, ঋষিপাড়া মন্দির পাঠশালা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প, এবং ফ্লাইওভারের নিচে পাবলিক স্পেস উন্নয়ন—মূল থিমের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।
একই দিনে, ‘Whispers of Earth: Crafting Sanctuaries in Harmony with Nature’ শিরোনামে সেশন ৭-এ বক্তব্য রাখেন স্থপতি কাজী এম আরিফ।
বিশেষ তথ্যচিত্র ‘The Genius of the Place’ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শেষ হয়, যা কিংবদন্তি স্থপতি জিওফ্রে বাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে উৎসর্গ করা হয়।
এছাড়াও, একই ফোরামের আওতাধীন ARCASIA Heritage & Preservation Group (AHPG) কর্তৃক আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশের স্থপতি ড. সাজিদ বিন দোজা ‘Mud Architecture and Rural Heritage’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, যেখানে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্য ও কাদামাটির স্থাপত্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
সেশনগুলোতে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী স্থপতিরা কৃতিত্বের সঙ্গে সমসাময়িক স্থাপত্য নিয়ে তাঁদের চিন্তা, কাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

arcasia
ARCASIA
FORUM 22
COLOMBO - SRI LANKA
Sri Lanka Institute of Architects
POLYMATHIC EXCELLENCE
CONFERENCE

কলম্বো-তে স্থপতি কাজী এম আরিফ-এর উপস্থাপনা

এবছর জানুয়ারী মাসের ১৪ থেকে ১৮ তে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো-তে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো আর্কেশিয়া ফোরাম ২২। ফোরাম-এর এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল POLYMATHIC EXCELLENCE – CRAFTING NARRATIVES, DESIGNING TOMORROW
৫ দিন ব্যাপী আয়োজনের পঞ্চম দিনে Whispers of Earth- Crafting Sanctuaries in Harmony with Nature শিরোনামের সেশন –এ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে উপস্থাপনা পরিবেশন করেন আই এ বি ফেলো এবং স্থপতি কাজী এম আরিফ ।

Whispers of Earth
সাগরের অবারিত কলতান, স্রোতস্বিনীর ছন্দময় ধ্বনি, বৃষ্টির মনোরম মূর্ছনা, বনভূমিতে বয়ে যাওয়া বাতাসের মর্মর, পাখীদের কাকলী কালে কালে সৃষ্টিশীল মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে , জাগিয়ে তুলেছে। উপস্থাপনার প্রথম অংশে স্থপতি আরিফ সুবিশাল পৃথিবীর প্রকৃতিলব্ধ শব্দ আর তার অণুরণন, যা মানুষের ইন্দ্রিয় স্পর্শ করে, আন্দোলিত করে, সেগুলোকে সন্নিবেশিত করে স্বল্প দৈর্ঘ্য বাণীচিত্র প্রদর্শন করেন।

Eternal Dialogues: Nature and the Art of Architecture
সংবেদনশীল স্থপতিরা প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে, ধারন করে তাঁদের কর্ম যজ্ঞে, সৃষ্টিশীলতায় । প্রকৃতির শ্বাশত নিয়ামকগুলো উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে বহু কালজয়ী স্থাপত্য। অতীতের মহান স্থপতিরা প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা, জলবায়ু, প্রকৃতি এবং পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । প্রাকৃতিক জগত ও মানুষের নির্মিত কাঠামোর মধ্যে এক সুষম সংলাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাঁদের কালোত্তীর্ণ স্থাপত্যকর্ম প্রকৃতিরই সাবলিল সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে। পেছনে ফিরে আমরা এই মহান স্থপতিদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ ও মনন আবিষ্কার করি, যা প্রতিফলিত হয়েছে এমন সব কালজয়ী প্রকল্পে, যেগুলো সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে যায়।

বিশ্বনন্দিত স্থপতি ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট, গ্লেন মারকাট, মিইস ভেন্ডার রোহ, লুই কান, তাদাও আন্দো, জেফ্রি বাওয়া এমনকি বাংলাদেশের আধুনিক স্থাপত্যের পথিকৃৎ স্থাপত্যাচার্য মাযহারুল ইসলামের কাজগুলো সেই সব কালোত্তীর্ণ স্থাপত্য-র জীবন্ত উদাহরন।
উপস্থাপনার ধারাবাহিকতায় স্থপতি আরিফ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানব সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিভিন্ন তথ্য আর সংক্ষিপ্ত বাণীচিত্র কোলাজ দিয়ে সম্ভাব্য ভয়াবহতার দিকে দর্শক শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।
সেই সাথে বর্তমান আর ভবিষ্যতে স্থপতিদের দায়িত্ব ও করনীয় বিষয়েও সবিস্তারে আলোকপাত করেন।

Crafting Sanctuaries in Harmony with Nature
বাংলাদেশের সময়কালীন স্থাপত্য কর্ম নিয়ে উপস্থাপনার শেষ অংশটি ছিল প্রধান আকর্ষন ।
আজকের বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থপতিরা সচেতনভাবে প্রকৃতিকে তাঁদের প্রকল্পে আহ্বান জানাচ্ছেন । এই সুষম সংযুক্তি পরিবেশের সঙ্গে পরিপূরক সংলাপ সৃষ্টি করে, যা আমাদের জীবনযাত্রার মান সমৃদ্ধ করে, প্রতিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হয়।
প্রাসঙ্গিকভাবে প্রদর্শিত স্থপতি নাহাস খলিল, রফিক আযম, জালাল আহমেদ, সাইদা আক্তার মুমু, বায়েজিদ খন্দকার এবং স্থাপত্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আরচি গ্রাউন্ড, ভিত্তি স্থপতি বৃন্দ, ডি ডব্লিউ এম ৪ এর নির্বাচিত স্থাপত্য কর্মগুলো দর্শক শ্রোতাদের আকর্ষণ করে ।
স্থপতিদের এই সংবেদনশীলতা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি সুস্থ, প্রাণবন্ত আবাসস্থল রেখে যাবার সংকল্পকে আরও বেগবান ও শক্তিশালী করবে।
উল্লেখ্য, এই সেশনে বাংলাদেশ সহ জাপান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার আমন্ত্রিত স্থপতিগনও উপস্থাপনা পরিবেশন করেন। স্থপতি কাজী এম আরিফ –এর উপস্থাপনাটি আর্কেশিয়া ফোরাম ২২-এর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমকালীন বাংলাদেশী স্থাপত্য পেশাচর্চাকে প্রশংসনীয়ভাবে সমুন্নত করেছে।

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২: অ্যাওয়ার্ড নাইট ‘থিসিস অফ দ্য ইয়ার ২০২৪’ পুরস্কার পেলেন সাকিব নাসির খান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী সাকিব নাসির খান তাঁর গবেষণা প্রকল্প ‘নগরের দুর্যোগ-আক্রান্তদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় প্রকল্প’-এর জন্য ARCASIA Forum 22-এ ‘থিসিস অফ দ্য ইয়ার ২০২৪’ পুরস্কার অর্জন করেছেন।

এই প্রকল্পটি ঢাকার পুরনো এলাকাগুলোতে ভূমিকম্প বা অন্যান্য দুর্যোগের পর দ্রুত পুনর্বাসন ও অস্থায়ী আশ্রয় প্রদান সংক্রান্ত একটি সমাধান প্রস্তাব করেছে। গবেষণার আওতায় ধূপখোলা মাঠকে বেছে নিয়ে একটি স্থানান্তরযোগ্য ও টেকসই আশ্রয় কাঠামো তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে, যা জরুরি পরিস্থিতিতে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পের ধারণাটি UNHCR Emergency Handbook, Sphere Handbook ও Bangladesh Shelter Cluster Guidelines-এর নীতিমালা অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

স্থপতি ড. আসমা নাজ ও স্থপতি নায়না তাবাসসুম-এর তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নগর পরিকল্পনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

UNIT

ROWAK

TOILET

KITCHEN

TEMPORARY MULTIPURPOSE HALL

SHELTER MANAGEMENT OFFICE

PROPOSED MASTERPLAN
Recovery Phase (Maximum Capacity)

0 4m 8m 16m 32m

এসিপিপি (ACPP) সভা কলম্বোর বিএমআইসিএইচ-এ অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোর বিএমআইসিএইচ-এ আর্কএশিয়া কমিটি ফর প্রফেশনাল প্র্যাকটিস (ACPP)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা স্থপতিদের সমাগম ঘটে, যেখানে স্থাপত্য পেশার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সভায় আইনি ও নৈতিক বিষয়াবলি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বৈশ্বিক পেশাগত অনুশীলন কাঠামো এবং আন্তঃসীমান্ত স্থাপত্য অনুশীলনের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবারের সভার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল স্থাপত্য অনুশীলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং কার্বন নিরপেক্ষ ক্যাম্পাস পরিকল্পনা ও নকশার জন্য দিকনির্দেশনা প্রস্তুত করা। আর্কএশিয়া ফোরাম ২২-এর অংশ হিসেবে, এই সভাটি বিভিন্ন কর্মশালা, প্রদর্শনী ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, যা স্থাপত্য উৎকর্ষ উদযাপনের একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। ফোরামটি স্থাপত্যের জ্ঞান বিনিময় ও নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্র তৈরি করে।

স্থপতি এম. ওয়াহিদ আসিফ এই সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন স্থপতি আহসানুল হক রুবেল এবং স্থপতি কাজী শামিমা শারমিন। তাঁদের উপস্থিতি সেখানকার আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং আঞ্চলিক স্থাপত্য চর্চায় বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করেছে। পেশাগত মান উন্নয়ন ও স্থায়িত্বশীল স্থাপত্যচর্চার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই সভা।

কলম্বোতে ACAE-র ৪৪তম মিটিং অনুষ্ঠিত

ACAE (ARCASIA Committee on Architectural Education)-এর ৪৪তম মিটিং গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, কলম্বোর বিএমআইসিএইচ-এ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে অংশ নেওয়া প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা এতে স্থাপত্য শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন।
বাংলাদেশ থেকে স্থপতি ড. মোঃ নওরোজ ফাতেমি (সহ সাধারণ সম্পাদক, ২৬তম নির্বাহী পরিষদ, বাস্থই) দেশের প্রতিনিধি এবং স্থপতি ফারিয়াহ শারমিন আকবর পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেন।
আলোচনায় একাডেমিয়া ও পেশাদারদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি, গবেষণা ও ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রসার, শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক সংযোগ, এবং স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।
ছাত্র ও ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, থিসিস অব দ্য ইয়ার প্রোগ্রাম, অনলাইন মাস্টারক্লাস এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণা সহযোগিতা বিষয়ক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।
আলোচনায় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো স্থাপত্য শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা আরও দৃঢ় করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হয় এই সভায়।

আর্কএশিয়া (ARCASIA Committee on Social Responsibility – ACSR) কমিটি মিটিং

শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ARCASIA Forum 22 এর অংশ হিসেবে ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কলম্বো-তে আর্কএশিয়া (ARCASIA Committee on Social Responsibility – ACSR) কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে ২০২৪–২০২৫ সালের জন্য ACSR এর মূল ফোকাস এলাকা নির্ধারণ করা হয়, যেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথমটি হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্থাপত্য এবং দ্বিতীয়টি হলো সর্বজনীন বা ইউনিভার্সাল ডিজাইন – যাকে 'ওয়েলনেস ডিজাইনও' বলা চলে।

প্রথম বিষয়ের ওপর বাস্থুই প্রতিনিধি স্থপতি খন্দকার হাসিবুল কবীর কমিউনিটি ডিজাইনের প্রক্রিয়া এবং বাসিন্দাদের সহযোগিতা ও মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও বাস্থুই-এর আরেক প্রতিনিধি স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুল প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী বাড়ি নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

এছাড়াও মিটিংয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পনসিবিলিটি প্রকল্পের জন্য কাঠামো এবং অর্থায়ন ব্যবস্থা তৈরি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করা স্থপতিদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশ থেকে স্থপতি কাজী গোলাম নাসির ও স্থপতি চৌধুরী প্রতীক বড়ুয়া এই মিটিংয়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আর্কএশিয়া কমিটির এই উদ্যোগ মার্জিনালাইজড কমিউনিটির উন্নয়নে স্থাপত্যের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালনকে আরও এগিয়ে নেবে।

ACGSA কমিটি মিটিং

শ্রীলঙ্কার কলম্বোর বিএমআইসিএইচ-এ ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ARCASIA Green and Sustainable Association (ACGSA)-এর কমিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এ মিটিংয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা টেকসই স্থাপত্য, পরিবেশগত দায়িত্বশীলতা এবং সবুজ নির্মাণ অনুশীলনের উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

সভায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত টেকসই স্থাপত্যের ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশলগত নির্দেশিকা তৈরি এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। বিশেষভাবে, AI-ভিত্তিক স্থাপত্য নকশার নীতিমালা প্রস্তুত, ভবিষ্যতের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ভূমিকা এবং পরিবেশবান্ধব সমাধান বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ থেকে স্থপতি সাঙ্গঁদা আক্তার মুমু দেশীয় প্রতিনিধি হিসেবে এবং স্থপতি সৈয়দা সাইখা সুদা পর্যবেক্ষক হিসেবে মিটিংয়ে অংশ নেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক টেকসই নকশার প্রচলনকে উৎসাহিত করবে, আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করবে এবং পরিবেশবান্ধব স্থাপত্য উন্নয়নে নতুন দিক উন্মোচন করবে বলে আশা করেছেন অংশগ্রহণকারীরা।

ACYA কমিটি মিটিংয়ে ক্রস-বর্ডার ব্রিজের ব্যাপারে আলোচনা ও সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে বিএমআইসিএইচ-এ অনুষ্ঠিত ARCASIA Committee of Young Architects (ACYA) কমিটি মিটিংয়ে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সহযোগিতা ও তরুণ স্থপতিদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ACYA চেয়ারম্যান স্থপতি ডেনি সেতিওয়ানের 'ক্রস-বর্ডার ব্রিজ' ধারণার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ থেকে স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম (সম্পাদক, প্রকাশনা ও প্রচার, ২৬তম নির্বাহী পরিষদ, বাস্থই) প্রতিনিধি হিসেবে এবং স্থপতি মো. সাইফ উদ্দিন চৌধুরী পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট তথা ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (IAB) ও ইন্দোনেশিয়ান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস (IAI)-এর মধ্যে '৪০ আন্ডার ৪০' শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যা স্থপতিদের ক্রস-বর্ডার ট্রাভেলিং এক্সিবিশন ও পারস্পরিক সহযোগিতা পথকে বেগবান করবে। আইএবি-এর পক্ষে স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম এবং আইএআই-এর পক্ষে স্থপতি ইখসান হামিরু সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২: কালচারাল নাইট

আর্কএশিয়া ফোরাম ২২ শেষ হয় এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে। এতে প্রতিটি দেশ তাদের ঐতিহ্যগত নৃত্য, সংগীত ও নানা পরিবেশনা তুলে ধরে।
এ বছর বাংলাদেশ 'জুলাই বিপ্লবের চেতনা' উপজীব্য করে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে, যার মাধ্যমে দেশের আপামত জনগণের ত্যাগ ও গৌরবের প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিটি সদস্য দেশও এই অনুষ্ঠানে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরে।
বাংলাদেশের স্থপতি মোঃ শফিউল আজম শামীম এ প্রতিযোগিতায় শ্রীলঙ্কা ও নেপালের দুই বিচারকের সঙ্গে সম্মানিত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নেপাল 'সেরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা' পুরস্কারে ভূষিত হয়, এবং অন্যান্য দেশগুলোর পরিবেশনার জন্য তাদের বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়।
বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী উপহার প্রদান করে সম্মান জানানো হয়।

আর্কএশিয়া স্পোর্টস ফিয়েস্তা ২০২৫-এ আইএবি দলের সাফল্য

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই) পক্ষ থেকে বিভিন্ন বয়সের স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল আর্কএশিয়া স্পোর্টস ফিয়েস্তা ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করে ক্রিকেটে সাফল্য অর্জন করেছে। শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বাংলাদেশের দলের অধিনায়ক ছিলেন স্থপতি শামসুল আরেফিন (সাকিব), কোচের দায়িত্ব পালন করেন স্থপতি মোঃ মাসুদুর রহমান খান, এবং দলের ম্যানেজার ছিলেন স্থপতি প্রদ্যুত বসাক।

এ বছর ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আর্কএশিয়ার তিনটি দেশ—বাংলাদেশ, ভারত ও স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা—অংশগ্রহণ করে। ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ দল ভারতের বিপক্ষে টস জিতে ম্যাচ শুরু করে। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সংক্ষিপ্ত ওভারে খেলা সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হয় এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায়। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচটি টাই হয়। সুপার ওভারেও ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে। তবে, শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের বেশিসংখ্যক বাউন্ডারির কল্যাণে তারা ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পায়।

তবে ফাইনালে যেতে না পারলেও বাংলাদেশি স্থপতিরা 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'-সহ একাধিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। স্থপতিদের এই অংশগ্রহণ ঐক্য, সহযোগিতা ও ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

SRI LANKA ARCHITECTS
UCC
©Waruna Lakmal
www.thepapare.com/photos
ThePapare

সামাজিক দায়বদ্ধতা

কুড়িগ্রামের কুটিরচরে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি কমিটির উদ্যোগে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৫, শনিবার কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার সীমান্তবর্তী দুর্গম কুটিরচর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নতমানের ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।
ওই এলাকার একাত্তর মুক্ত কুটিরচর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দেশের উত্তরে অবস্থিত এই এলাকায় তাপমাত্রা ৬-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে আসে। স্বাভাবিক পাতলা কম্বল সেখানে শীত নিবারণ করতে পারে না। ফলে বাস্থই ভারী কম্বল সংগ্রহ করে তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।
দীর্ঘপথ পেরিয়ে ঢাকা থেকে বাস, থ্রি-হুইলার, নৌকা এবং সর্বশেষ ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় মানসম্মত কম্বল নিয়ে যাওয়া হয়।
এই উদ্যোগটি সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি কমিটির চেয়ারম্যান স্থপতি কে এম মাহফুজুল হক জগলুলের তত্ত্বাবধানে এবং স্থপতি আরিফুল হক শাওনের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এছাড়া, কম্বল বিতরণে স্থপতি এইচ এম আরিফুর রহমান জেকু এবং শিক্ষার্থী মো. মোস্তাফিজুর রহমান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘স্বাধীনতায় স্থপতিঃ বিজয়ের নক্ষত্র’ শিরোনামে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই) একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছে, যার শিরোনাম ‘স্বাধীনতায় স্থপতিঃ বিজয়ের নক্ষত্র’। প্রামাণ্যচিত্রটিতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্থপতিদের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিচারণ তুলে ধরা হয়েছে এতে।

এই উদ্যোগের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাস্থই-এর সম্পাদক (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) স্থপতি কাজী শামীমা শারমিন। পরিচালনা করেন স্থপতি সোয়েব উল আলম অলিভ (এ-৩৬২)। চিত্রধারণ ও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মো. তাসলিমুল বারী, মেহজাবীন শাহেদী প্রিয়ন্তী ও মো. মোস্তাফিজুর রহমান। প্রযোজনায় সহায়তা করেন বাস্থই-এর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাব-কমিটির সদস্যরা।

এই প্রামাণ্যচিত্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন পাঁচজন বর্ষীয়ান স্থপতিঃ

- স্থপতি ড. ফারুক আহমেদ উল্লাহ খান (কে-০০৮)
- স্থপতি জিয়া উদ্দিন আহমেদ (এ-০২৭)
- স্থপতি মীর আল আমিন (এ-০৩৭)
- স্থপতি মুস্তাফা আমীন (এ-০১০)
- স্থপতি কাজী নুরুল করিম (কে-০১৮)

তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে যুদ্ধকালীন কঠিন বাস্তবতা, দেশপ্রেম, ও স্বাধীনতার চেতনাকে ঘিরে তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা। এই প্রামাণ্যচিত্র শুধুমাত্র ইতিহাসের দলিল নয়, বরং আজকের ও ভবিষ্যতের স্থপতি এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি প্রেরণাদায়ক উপহার।

দেশের ইতিহাস ও স্থাপত্য চর্চার সংযোগ রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষনীয় উদ্যোগ গ্রহণে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই প্রামাণ্যচিত্রটি সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বাস্থই মনে করে, গৌরবময় ইতিহাসকে ধারণ করে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত পরিসরে এই ধরনের কাজ উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে।

১০০ হোমস প্রকল্প: মেলান্দহে নতুন ঘর নির্মাণের উদ্যোগ

সাধারণত স্থপতিরা বিত্তবানদের জন্য বাড়ির নকশা প্রণয়নে যুক্ত থাকলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের পেশাগত সংযোগ তুলনামূলকভাবে সীমিতই বলা চলে। অথচ প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ আশ্রয় দেশের সংবিধান ও জাতিসংঘের সনদস্বীকৃত মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের অসংখ্য বাস্তুচ্যুত মানুষের দুর্দশা দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার প্রতিফলন।

এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে গৃহহীনদের জন্য '১০০ হোমস প্রকল্প' হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু বাড়ি নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হয়েছে। একই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্থপতিদের একটি দল জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার দুরমুঠ গ্রামে সরেজমিন জরিপ কাজে অংশ নেয়।

ওই অঞ্চলের ২০টি ঘর জরিপের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১০টি পরিবার চূড়ান্ত করা হয়েছে, যাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও মৌলিক নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন ঘর নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন অংশীদার হিসেবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যুক্ত হয়েছে।

এই উদ্যোগে ২৩ জন স্থপতি ও ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ৫ জন স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এইচবিআরআই-এর গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন ধরনের ১০টি ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোকবার্তা

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রখ্যাত স্থপতি ও বাস্থই-এর সাবেক সভাপতি প্রয়াত স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনে এর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী ছিল গত ২ জানুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার। বাস্থই-এর পক্ষ থেকে দিনটি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্থাপত্য অঙ্গনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাস্থই ফেলো স্থপতি মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ-এর ইন্তেকাল

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর ফেলো সদস্য স্থপতি মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ (সদস্য নম্বরঃ আর-০০৪) গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং স্থাপত্য পেশায় দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট গভীরভাবে শোকাহত। বাস্থই তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করা স্থপতি রবিউল হুসাইন ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভা—স্থপতি, কবি, লেখক, শিল্পসমালোচক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। বাংলাদেশের স্থাপত্য, সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ৩১ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনে, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এই অনন্য ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকারের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে। এই তথ্যচিত্রে তাঁর স্থাপত্য ভাবনা, সাহিত্যচর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে, যা নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সংযুক্ত QR কোড স্ক্যান করে তথ্যচিত্রটি দেখা যাবে।

স্থপতি রবিউল হুসাইন স্থাপত্যকে শুধু পেশা নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন। স্থাপত্য, সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাঁর অবদান তাঁকে এক বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর জীবন ও কর্ম

- ১৯৪৩ - ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপায় জন্মগ্রহণ।
- ১৯৬১ - তৎকালীন ইপিইউইটি (বর্তমান বুয়েট)-এর স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি।
- ১৯৬৫ - স্থপতি মাজহারুল ইসলামের অধীনে খণ্ডকালীন কাজ শুরু করেন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সেখানে যুক্ত ছিলেন।
- ১৯৬৮ - বুয়েট থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন।
- ১৯৭৫-৭৬ - স্থপতি শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এ পার্টনার স্থপতি হিসেবে স্থাপত্যচর্চা শুরু।
- ১৯৭৯ - নূরজাহান বেগমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন (তাঁর স্ত্রী ১৯৯৮ সালে প্রয়াত হন)।
- ১৯৮২ - বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) ভবন নির্মিত হয়, যা তাঁর কর্মজীবনের অন্যতম মাইলফলক।
- ১৯৮৭ - তাঁর লেখা "বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি" শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়।
- ২০০৯ - বাংলা কবিতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ।
- ২০১৬ - স্থাপত্যে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল আধুনিকতার সংযোগ স্থাপনে আজীবন অবদানের জন্য আইএবি স্বর্ণপদক লাভ।
- ২০১৮ - ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদক লাভ।
- ২০১৯ - ২৬ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

তাঁর জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত তথ্যচিত্র তাঁর জীবন ও দর্শনের মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে, এবং তা আগামী প্রজন্মের স্থপতিদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করে বাস্থই পরিবার।

বিশিষ্ট স্থপতি অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীর ইন্তেকাল

বাংলাদেশের স্থাপত্য শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই)-এর সম্মানিত ফেলো, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী (এ-০০৩) গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সকাল ১১:৪৫ ঘটিকায় ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর নামাজে জানাজা ওইদিন বাদ আসর বকশিবাজার আহমাদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকেল ৫টায় তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী ১৯৬২ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতক সম্পন্ন করার পরই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন এবং স্থাপত্য শিক্ষার সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে, ইউএসএইড-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যে দীক্ষিত হন। ১৯৬৬ সালে দেশে ফিরে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর স্থাপত্য বিভাগে যোগদান করেন এবং চার দশকেরও বেশি সময় শিক্ষকতা করেন।

তিনি সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে টঙ্গীর টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (টিআইসি) ভবন, ফৌজি জুট মিল, ঘোড়াশাল ফ্ল্যাগ স্টেশন এবং অফিস ভবন, চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বিসিআইসি হাউজিং, ঢাকা বিমানবন্দরে সিভিল এভিয়েশন অফিস ও ফ্রেইট টার্মিনাল, বুয়েটে মেয়েদের ছাত্রাবাস, এবং বিভিন্ন আবাসিক ভবন।

স্থাপত্যের পাশাপাশি তিনি গবেষণায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর লেখা 'সমতটে সংসদঃ বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি, লুই কান এবং সংসদ ভবন' বইটি এদেশের স্থাপত্য ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলীর অনবদ্য অবদান বাংলাদেশের স্থাপত্য শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্থপতি লামিয়া ইসলামের অকাল প্রয়াণ

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর সহযোগী সদস্য স্থপতি লামিয়া ইসলাম (এআই-৩০৪) গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর অকাল প্রয়াণ স্থপতি সমাজে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।

স্থপতি লামিয়া ইসলাম ২০১৭ সালে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং কর্মজীবনে একজন প্রতিশ্রুতিশীল স্থপতি হিসেবে কাজ করছিলেন।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

প্রখ্যাত স্থপতি লাইলুন নাহার একরামের ইন্তেকাল

প্রখ্যাত স্থপতি লাইলুন নাহার একরাম গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ভোর ১:৪৫ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে ভুগছিলেন এবং চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তাঁর প্রথম জানাজা ওইদিন আসরের নামাজের পর বিকাল ৪টায় ধানমন্ডির তকওয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় জানাজা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, জোহর নামাজের পর বেলা দেড়টায় গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদে (আজাদ মসজিদ) অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে তাঁকে গাজীপুরের জয়দেবপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর বাবা-মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্‌টিটিউট (বাস্থই) প্রয়াত স্থপতির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী স্মরণে বাস্থই-তে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের স্থাপত্য শিক্ষার অগ্রদূত প্রফেসর স্থপতি মীর মোবাশ্বের আলী স্মরণে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সন্ধ্যা ৭টায় এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত স্থপতির জীবন, কর্ম, স্থাপত্য ভাবনা, দর্শন ও মূল্যবোধ নিয়ে বিশিষ্ট স্থপতি ও পরিবারের সদস্যরা স্মৃতিচারণ করেন। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বাস্থই সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ, সদ্যসাবেক সভাপতি স্থপতি খন্দকার সাব্বির আহমেদ, সাবেক সভাপতি স্থপতি কাজী গোলাম নাসির, বাস্থই সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ, স্থপতি নিজামউদ্দিন আহমেদ, স্থপতি হারুন উর রশিদ, স্থপতি মো. এহসান খান, স্থপতি বিকাশ সউদ আনসারী, স্থপতি লতিফা সুলতানা লিজা, স্থপতি আল আমিন এবং প্রয়াত স্থপতির পরিবারবর্গ। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে উজমা মীর স্মৃতিচারণ করেন।

স্থপতি মাহমুদুল আনোয়ার রিয়াদ স্মরণসভা পরিচালনা করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের স্মৃতি, অনুভূতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, যা অনুষ্ঠানটিকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তোলে।

সভা শেষে, বাস্থই সভাপতি স্থপতি আবু সাঈদ এম আহমেদ পরিবারের হাতে নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মৃতিস্মারক তুলে দেন। সম্পাদক (সেমিনার ও কনভেনশন) স্থপতি সাইদা আক্তার মুমু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়ার প্রতি বাস্থই-এর শ্রদ্ধা নিবেদন

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) এর সম্মানিত ফেলো স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া (বি-০০৯)-এর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাস্থই। তাঁর মৃত্যুতে স্থাপত্য অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থপতি বিধান চন্দ্র বড়ুয়া ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তাঁর কর্মজীবনে স্থাপত্য পেশার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গত ৬ মার্চ ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১টায় চট্টগ্রামের নন্দনকানন বৌদ্ধমন্দিরে প্রয়াত স্থপতির মরদেহ রাখা হয়, যেখানে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। একই দিনে বেলা আড়াইটায় স্থপতির মরদেহে বাস্থই-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বাস্থই তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়।

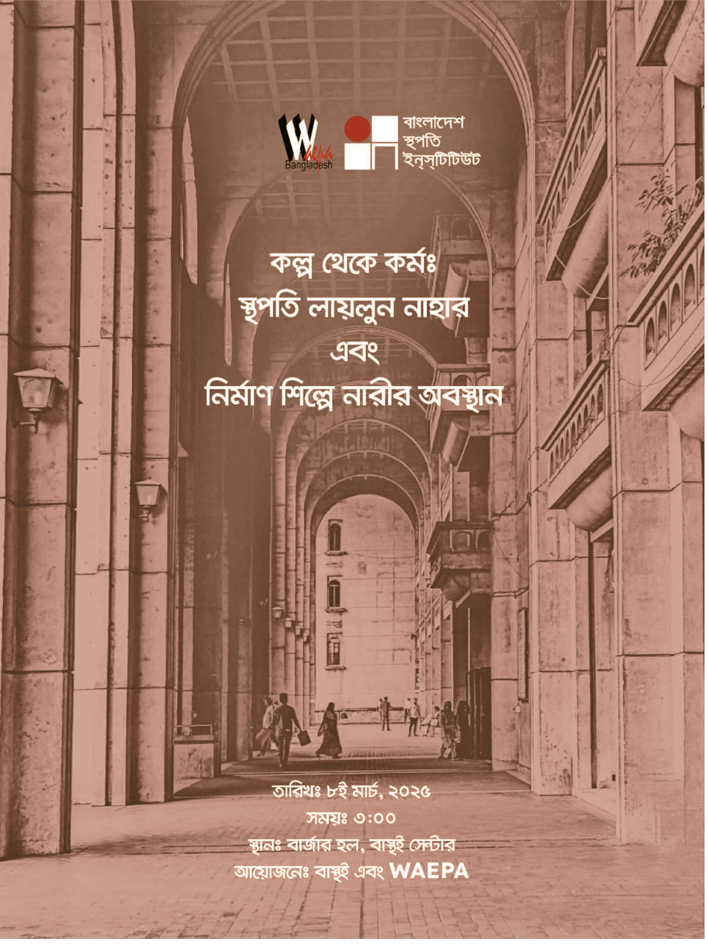

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে স্থপতি লায়লুন নাহারকে স্মরণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) কার্যালয়ে 'কল্প থেকে কর্ম: স্থপতি লায়লুন নাহার এবং নির্মাণ শিল্পে নারীর অবস্থান' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ মার্চ ২০২৫, শনিবার বিকাল ৩টায় Women Architects Engineers Planners Association (WAEPA) Bangladesh-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থপতি লায়লুন নাহারের পেশাগত জীবন, নির্মাণ শিল্পে নারীর ভূমিকা, এবং স্থাপত্য পেশায় নারীদের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি স্থপতি লায়লুন নাহারের পেশাগত অবদান, তার অনুপ্রেরণামূলক জীবনী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাঁর অনুকরণীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়।

সভায় বক্তব্য প্রদান করেন বাস্থই সভাপতি স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ এবং WAEPA-এর সভাপতি স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ সালমা আওয়াল শফি। এছাড়াও, বাস্থই-এর সাধারণ সম্পাদক স্থপতি ড. মাসুদ উর রশিদ এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে স্থপতি লায়লুন নাহারের পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, WAEPA-র সদস্যবৃন্দ এবং বাস্থই-এর সদস্য স্থপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা পরিচালনা করেন বাস্থই-এর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পাদক স্থপতি কাজী শামীমা শারমিন ও সেমিনার ও কনভেনশন সম্পাদক স্থপতি সাঈদা আক্তার মুমু ।

কটকা ট্র্যাজেডি স্মরণ

১১ মার্চ ২০২৫, কটকা ট্র্যাজেডির ২১ বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০০৪ সালের ১৩ মার্চ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের ৯ জন ছাত্রছাত্রী ও বুয়েটের ২ জন ছাত্র সুন্দরবনের কটকা সমুদ্র সৈকতে স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারান। এই মর্মান্তিক ঘটনা বাংলাদেশের স্থাপত্য শিক্ষার ইতিহাসে আজও এক গভীর শোকের ছায়া হয়ে আছে।

প্রকৃতির সাথে স্থাপত্যের সম্পর্ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিকল্পিত নির্মাণ কৌশল, এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ার হাতেখড়ির উদ্দেশে ২০০৪ সালের ১৩ মার্চ ওই শিক্ষাসফরটি আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তা হয়ে দাঁড়ায় একদল তরুণের জীবনের শেষ অধ্যায়।

কটকা সমুদ্র সৈকতে প্রবল স্রোত ও জোয়ারের তোড়ে ১১ জন প্রতিভাবান স্থাপত্য শিক্ষার্থী প্রাণ হারান। তাদের অকাল মৃত্যু দেশের স্থাপত্য জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সৃষ্টি করেছে। নিহতদের মধ্যে ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরনাজ রিফাত রূপা, মুনাদিল রায়হান বিন মাহবুব (শুভ), মাহমুদুর রহমান, মাকসুমুল আজিজ মোস্তাজী, আব্দুল্লাহ হেল বাকী, কাজী মুয়ীদ বিন ওয়ালী, কাওসার আহমেদ খান, মো. আশরাফুজ্জামান, তৌহিদুল এনাম, এবং বুয়েটের শিক্ষার্থী সামিউল ও শাকিল।

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি স্থাপত্য শিক্ষায় নিরাপত্তা ও সচেতনতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিবছর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এই দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। শোক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়, যেমন কালোব্যাজ ধারণ, শোক র‍্যালি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বাস্তুই এই দিনটি শ্রদ্ধা ও গভীর শোকের সঙ্গে স্মরণ করেছে।

চ্যাপ্টারের সংবাদ

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট - চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ইফতার ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

আজ ১৫ই মার্চ, শনিবার, চট্টগ্রাম ক্লাবে বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। অনাড়ম্বর এই আয়োজনের এক পর্যায়ে, গত ১লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অসামান্য অবদান রাখার জন্য দুইজন গুণী স্থপতিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।
স্থপতি মো. মিজানুর রহমানকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে ভূমিকা রাখার জন্য সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি, উক্ত অনুষ্ঠানে চিল্‌ড্রেনস' আর্ট কম্পিটিশনের আহ্বায়ক হিসেবে সফল দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি হিসেবে স্থপতি বিজয় শংকর তালুকদারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।
স্মারক প্রদান করেন বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সম্মানিত সম্পাদক স্থপতি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, ১২তম কমিটির অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে।
অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান সুইস-এর উপস্থিত ম্যানেজমেন্ট টিমের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুইস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব ইসমাইল হোসেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১২তম কমিটির সদস্যবৃন্দ ডেপুটি চেয়ারম্যান স্থপতি আদর ইউসূফ, সম্পাদক স্থপতি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ স্থপতি আবদুল্লাহ রুম্মান, সদস্য (পেশা) স্থপতি অনিকেত চৌধুরী, সদস্য (সেমিনার ও শিক্ষা) স্থপতি মো. মঈনুল হাসান, সদস্য (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) স্থপতি শায়লা আহমেদ, সদস্য (প্রচার ও প্রকাশনা) স্থপতি মোহাম্মদ সাইফুউদ্দিন চৌধুরী।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য স্থপতি আহমেদ জিন্নুর চৌধুরী, স্থপতি সেলিমুর রহমান, স্থপতি সোহেল এম শাকুর, স্থপতি আশিক ইমরানসহ চট্টগ্রামের শতাধিক স্থপতি।
সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ইফতার আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারী সকল স্থপতিদের মাঝে সৌভ্রাতৃত্ব ও বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত আর্কিটেক্টস ডে আউট

গত ২৮ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার রাংগামাটিতে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ার্স হিলে, বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত আর্কিটেক্টস ডে আউট অনুষ্ঠিত হয়।
আনন্দঘন এই আয়োজনে চট্টগ্রামের স্থপতিরা স্বপরিবারে অংশগ্রহণ করেন।
সকালে বাস ও নৌকাভ্রমণ শেষে, রোদ-ছায়ায় ঘেরা নিরিবিলি প্রশান্ত সবুজ প্রকৃতির সম্ভারের মাঝে ছিলো নানান খাবারের আয়োজন, বিশ্রামের ব্যবস্থা, বাচ্চাদের চকলেট চামচ দৌড়, নারীদের পিলো পাসিং, পুরুষদের মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার মতো কিছু মজার খেলা এবং র‍্যাফেল ড্র ও পুরষ্কার বিতরণ। উপস্থিত ৯৫ জনের প্রায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
স্থপতিদের মিলনমেলার এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন, বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী, স্থপতি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী (সম্পাদক), স্থপতি আবদুল্লাহ রুম্মান (কোষাধ্যক্ষ),স্থপতি অনিকেত চৌধুরী (সদস্য-পেশা), স্থপতি মোঃ মঈনুল হাসান (সদস্য-সেমিনার ও শিক্ষা), স্থপতি শায়লা আহমেদ (সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি), স্থপতি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী (সদস্য-প্রচার ও প্রকাশনা), স্বনামধন্য সিনিয়র স্থপতি শহীদুল হক সহ আরো অনেকে।
১২তম কমিটির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সদস্য স্থপতি শায়লা আহমেদ এবং তার দল পুরো আয়োজনটি সমন্বয় করেন।
এই আয়োজনে বাস্থইকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন স্থপতি মেহেদী ইফতেখার এবং তার প্রতিষ্ঠান WECON।

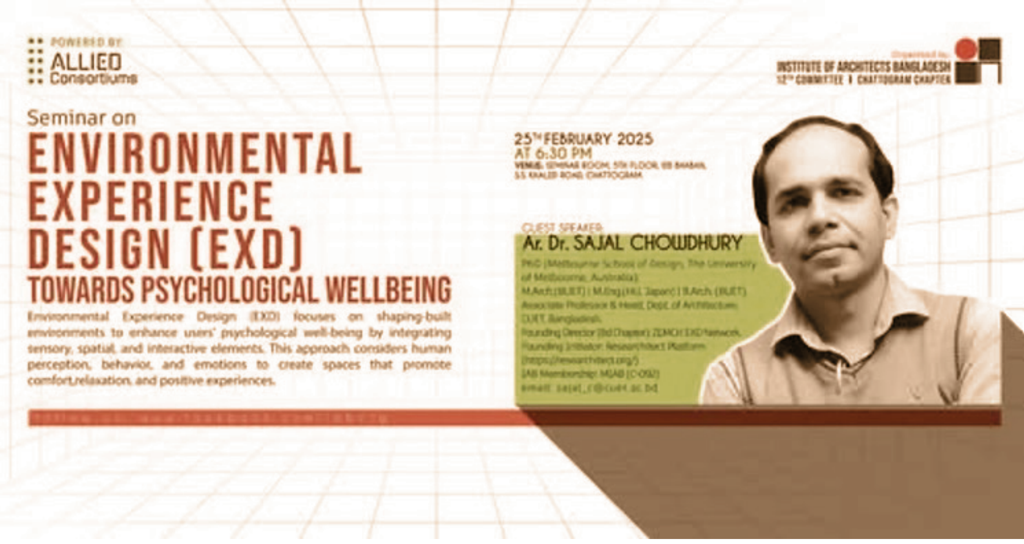

"Environmental Experience Design (EXD) Towards Psychological Wellbeing সেমিনার সম্পন্ন"

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'Environmental Experience Design (EXD) Towards Psychological Wellbeing' শীর্ষক সেমিনার। উক্ত সেমিনারে আমন্ত্রিত প্রধান আলোচক ছিলেন চুয়েট স্থাপত্য বিভাগের প্রধান, স্থপতি ড. সজল চৌধুরী। এবারের বিষয়বস্তুটি এ আঙ্গিনায় তুলনামূলক নতুন হলেও, আলোচকের প্রাণবন্ত উপস্থাপনা উপস্থিত সকলের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে।

সেমিনারের শুরুতেই মূল হলরুমের আসন বিন্যাসে সামান্য পরিবর্তন এনে আলোচক শ্রোতাদের মধ্যে এক বিশেষ ইন্দ্রিয়গত প্রভাব সৃষ্টি করেন, যা আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

Environmental Experience Design (EXD) মূলত এমন একটি ধারণা যেখানে মানুষের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে স্থাপত্য নকশা করা হয়। এই পদ্ধতিতে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, গন্ধ ও স্পর্শের সমন্বিত প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়, যা স্থাপত্য চর্চায় এক নতুন দিকের সূচনা করে।

সেমিনারটি স্থপতি মঈনুল হাসান তুহীন (সদস্য-সেমিনার ও শিক্ষা, ১২তম কমিটি, বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার) এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১২তম কমিটির সদস্যবৃন্দঃ স্থপতি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী (সম্পাদক), স্থপতি আদর ইউসুফ (ডেপুটি চেয়ারম্যান), স্থপতি আবদুল্লাহ রুম্মান (কোষাধ্যক্ষ), স্থপতি অনিকেত চৌধুরী (সদস্য-পেশা), স্থপতি হোসেন মুরাদ (সদস্য-সদস্যপদ), স্থপতি শায়লা আহমেদ (সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি), স্থপতি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী (সদস্য-প্রচার ও প্রকাশনা)।

এছাড়াও, স্বনামধন্য সিনিয়র স্থপতি আহমেদ জিন্নুর চৌধুরী, স্থপতি জেরিনা উদ্দিন হোসেন সহ প্রায় ৫৫ জন স্থপতি ও স্থাপত্য শিক্ষার্থী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারটি অ্যালাইড কনসোর্টিয়ামস এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে প্রধান বক্তা ও পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়।

"আইএবি স্পোর্টস কার্নিভাল-২০২৫

বাস্তুই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কার্যালয়ে ৫দিন ব্যাপী "আইএবি স্পোর্টস কার্নিভাল-২০২৫" এর প্রথম পর্বের উদ্বোধন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন করেন, ১২তম কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান স্থপতি আদর ইউসুফ, উপস্থিত ছিলেন ১২তম কমিটির সদস্যবৃন্দ - স্থপতি অনিকেত চৌধুরী (সদস্য-পেশা), স্থপতি হোসেন মুরাদ (সদস্য-সদস্যপদ), স্থপতি মঈনুল হাসান (সদস্য-সেমিনার ও শিক্ষা), স্থপতি মোহম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী (সদস্য-প্রচার ও প্রকাশনা), স্থপতি শায়লা আহমেদ (সদস্য-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) এবং, সিডিএর জেষ্ঠ্য স্থপতি গোলাম রাব্বানী চৌধুরী, স্থপতি সিনথিয়া শবনমসহ আরও অনেকে। ৬০ এর অধিক প্রতিযোগী, স্বেচ্ছাসেবক, কো-অর্ডিনেটরস, অতিথিবৃন্দ এবং এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক ব্লু-টাচ লাইফস্টাইলসের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতি আজকের আয়োজনকে আনন্দদায়ক করে তোলে। ছাত্র-শিক্ষক-স্থপতিদের সরব উপস্থিতিতে আজ, দাবা, ক্যারাম এবং লুডু প্রতিযোগিতার ১ম দিনের টুর্নামেন্টগুলো সম্পন্ন হয়।

আয়োজনের দ্বিতীয় পর্ব আগামী ২২ই জানুয়ারি "ATW sports arena" তে অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় পর্বের আয়োজনে ব্যাডমিন্টন, ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত "Imarat Nirman Bidhimala 1996 & Special Focus on Fire Safety" কর্মশালা

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার আয়োজিত "Imarat Nirman Bidhimala 1996 & Special Focus on Fire Safety" কর্মশালা আজ ১১ই জানুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম এর সেমিনার হলে আয়োজিত হয়।
দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা '৯৬ নিয়ে বিষদ আলোচনা হয়। এই বিধিমালা অনুযায়ী পৌরসভার নকশা প্রণয়ন ও নকশা নিরিক্ষণ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।
কর্মশালার ২য় ধাপে ছিল অগ্নি নির্বাপক ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও পর্যালোচনা। পুরো কর্মশালা পরিচালনা করেন স্থপতি চৌধুরী সাইদুজ্জামান (এস-০৪৯), স্থপতি দেওয়ান সামসুল আরিফ (এ-০৭৯), স্থপতি মোঃ শাহনেওয়াজ আব্দুল্লাহ (এ-২৩৯), স্থপতি প্রদ্দুত বশাক (বি-০০৬), স্থপতি মোঃ আব্দুল্লাহ (এ-৩২০), স্থপতি কামরুল হাসান (এইচ-২৫৪)।
উক্ত কর্মশালায় বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের ১২তম কমিটির সদস্যবৃন্দসহ চট্টগ্রামের প্রায় ৫০জন স্থপতি অংশগ্রহণ করেন। পুরো আয়োজনটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এশিয়ান পেইন্টস বাংলাদেশ।

আইএবি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারে ‘অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপত্যচর্চা: সুযোগ, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

‘অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপত্যচর্চা: সুযোগ, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা’ শীর্ষক একটি সেমিনার ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আইএবি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি মাহারিনা জাফরিন, যিনি বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ায় পেশাগতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সেমিনারে চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্থপতি, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এ স্থাপত্য লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া, পেশাগত অনুশীলন এবং Architects Accreditation Council of Australia (AACA) সংক্রান্ত নিয়মকানুন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। Maverick Homes এবং Universal Property Group Ltd-এর প্রকল্প ডিজাইনার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থিতদের সঙ্গে ভাগ করে নেন স্থপতি জাফরিন। একই সঙ্গে, Australian Urban Design Research Centre (AUDRC)-এর গবেষক হিসেবে তাঁর কাজ এবং চট্টগ্রামের পার্ক ও উন্মুক্ত স্থান নিয়ে প্রকাশিত গবেষণাপত্র ও বইয়ের অধ্যায় সম্পর্কেও অবহিত করা হয়।

আইএবি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কর্তৃক আয়োজিত এই সেমিনার অংশগ্রহণকারীদের জন্য আন্তর্জাতিক স্থাপত্যচর্চার সুযোগ ও বাস্তবতাকে আরও ভালোভাবে বোঝার পথ খুলে দেয় বলে মনে করা হয়।

নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি

একটি দেয়াল কেবল দেয়াল নয়, ভবিষ্যতের প্রতিফলনঃ নেক্সটব্লক AAC

জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ এবং নগরায়নের গতিপথ আমাদের ঠিক করে দিচ্ছে—নির্মাণ শুধু নির্মাণ নয়, এটি এখন দায়িত্ব, এটি এখন প্রতিশ্রুতি। প্রতিটি ভবন, প্রতিটি দেয়াল যেন একেকটি বার্তা—আমরা কোন পৃথিবীর দিকে এগোতে চাই। বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে উন্নয়নের গতিতে উঠেছে অসংখ্য দালানকোঠা। কিন্তু কয়টি ভবন আছে যা ভবিষ্যতের জলবায়ুকে বিবেচনায় রেখে তৈরি হয়েছে? কয়টি ভবন নির্মাণকালে বাতাস দূষণ হয়নি, কয়টি দেয়ালের পেছনে বাঁচানো গেছে শক্তি? উত্তর সহজ নয়। কিন্তু একথা ঠিক, এই প্রশ্নগুলো আজ নির্মাণশিল্পের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একটি নির্ভরযোগ্য, সুপরিকল্পিত এবং পরিবেশবান্ধব উত্তর হলো—নেক্সটব্লক AAC।

এই ব্লক কেবল নতুন প্রযুক্তির একটি পণ্য নয়; এটি এমন এক নির্মাণ উপকরণ, যা ভবনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিশ্চিত করে সবুজ আগামী। এটি যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনি শক্তি সাশ্রয়ী, স্বাস্থ্যবান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী।

প্রথাগত নির্মাণ বনাম টেকসই নির্মাণঃ একটি বাস্তব দ্বন্দ্ব

আমরা জানি, বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম দুই জায়গাতেই আবাসনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিনিয়ত নির্মিত হচ্ছে বহুতল ভবন, শপিংমল, কারখানা, হাসপাতাল। এই অবকাঠামোগুলো নির্মাণে এখনও বিপুল পরিমাণ পোড়া ইট ব্যবহার হচ্ছে, যা একদিকে যেমন নির্মাণ ব্যয় বাড়াচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে পরিবেশে কার্বন নিঃসরণের হার ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পোড়া ইটের কারখানাগুলো প্রতিবছর যে পরিমাণ টপসয়েল ধ্বংস করে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কৃষিতে, গ্রামাঞ্চলে এবং অবশেষে শহরের খাদ্যচক্রে। এর পাশাপাশি ইট পোড়ানোর জন্য ব্যবহার হচ্ছে কয়লা ও কাঠ, যার কারণে বাতাস দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

এই প্রেক্ষাপটে, নেক্সটব্লক একটি দারুণ বিকল্প। কারণ এটি তৈরি হয় এমন এক প্রক্রিয়ায়, যেখানে কোনো প্রাকৃতিক বনভূমি ধ্বংস করতে হয় না, কোনো ক্ষতিকর ধোঁয়া তৈরি হয় না, বরং এমন এক কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনঃব্যবহারযোগ্য।

• পরিবেশবান্ধব কিন্তু দুর্বল নয়—আন্তর্জাতিক LEED এবং UL মানদন্ড স্বীকৃতঃ

প্রযুক্তির চেয়ে বড় হয়ে ওঠে যে দৃষ্টিভঙ্গি—নেক্সটব্লক AAC তার নিদর্শন। শুধু স্থায়িত্ব বা টেকসই গঠন নয়, এই ব্লকের প্রতিটি কোণ যেন বহন করে এক আন্তর্জাতিক আস্থা। কারণ এটি অর্জন করেছে সেই মান, যা সারা বিশ্বে চেনা হয় দায়িত্ব ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে—LEED এবং UL সার্টিফিকেশন।

• LEED: নির্মাণ যখন হয়ে ওঠে পরিবেশের প্রতিশ্রুতি

আমরা যখন একটি দেয়াল তুলি, তখন সেটি শুধু ঘর নয়—একটি ভবিষ্যতের কাঠামো। LEED সার্টিফিকেশন ঠিক সেই দায়বদ্ধতাকে স্বীকৃতি দেয়। এটি এমন এক মানদণ্ড, যা দেখে ভবনটি কতটুকু পরিবেশবান্ধব, কতটুকু শক্তি সাশ্রয়ী, কতটা পুনঃব্যবহারযোগ্য।

নেক্সটব্লক AAC এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ছাপ ফেলেছে— তার গঠন তাপ সঞ্চালন কমায়, ঘর রাখে শীতল—শুধু ০.১১ W/m-k তাপ পরিবাহিতা সহকারে। VOC-মুক্ত থাকায় নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যবান্ধক ইনডোর পরিবেশ। স্থানীয় উপাদানে তৈরি হওয়ায় কমে যায় পরিবহন দূষণ ও কার্বন নিঃসরণ।

• UL: আগুনের বিপরীতে এক স্তম্ভ
কোনো বিপদ বলে আসে না, কিন্তু প্রস্তুতি বলে দেয় আমরা কতটা সচেতন। UL ফায়ার রেটিং হলো সেই প্রস্তুতির আন্তর্জাতিক প্রমাণ। নেক্সটব্লক AAC এর ৪ ইঞ্চি দেয়াল, ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত আগুন প্রতিরোধে সক্ষম, যা UL স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
এর ফলে: শিল্প ভবন, কারখানা, গুদাম ও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনায় এটি প্যাসিভ ফায়ার সুরক্ষার নির্ভরযোগ্য উপায়। কোড-অনুযায়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য। নেক্সটব্লক AAC এর একেকটি দেয়াল যেন শুধু কাঠামো নয়, বরং সুরক্ষার একটি স্তম্ভ।

• এক নির্মাণ শ্রমিকের গল্প
মিরপুরের একটি মাঝারি আকারের আবাসিক প্রকল্পে কাজ করছেন সাদ্দাম হোসেন। তিনি বলছিলেন, "আগে ইটের দেয়াল তুলতে দিনে ৯০-১০০ স্কয়ারফুট তুলতাম, এখন নেক্সটব্লকে দিনে ১৪০-১৫০ স্কয়ারফুট উঠে যাচ্ছে। ওজন কম, কিন্তু জায়গায় বসে যায় সুন্দর। আমাদের ঘাড়, পিঠের ব্যথাও কমে গেছে।"
১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্লাম্বার আজিজের মতে, "এই ব্লকে গ্রুপ কাটিং ইটের থেকেও সহজ, ব্লকের দেয়ালে এতো সহজ গ্রুপ কাটিং সম্ভব! আমি চিন্তাও করিনাই।"
শ্রমিকদের জন্য এটি যেন নির্মাণে এক ধরণের মুক্তি। আর ঠিকাদারদের জন্য সময় ও খরচের সাশ্রয়।

• ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এখনই
নেক্সটব্লক AAC আমাদের দেখিয়েছে, ভবিষ্যতের নির্মাণ কেমন হওয়া উচিত। এটি খরচ কমায়, নির্মাণ সময় কমায়, কিন্তু কোনও দিকেই মানের সঙ্গে আপস করে না।
স্বাস্থ্যবান্ধব ঘর, জ্বালানি সাশ্রয়ী ভবন, নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং দীর্ঘস্থায়ী কাঠামো—সব কিছুই একত্রে সম্ভব।
শুধু পারফরম্যান্স বা পরিমাপ দিয়ে নয়, নেক্সটব্লকের আসল শক্তি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে। এটি আপনাকে বাধ্য করে ভাবতে—আমরা যে ভবন বানাচ্ছি, তার পেছনে কি কোন দায়িত্ব আছে? আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা কি একটিও এমন ঘর রেখে যেতে পারি, যা একদিন বলবে—"তোমার ভবিষ্যৎ আমি ভেবেছিলাম"?
বাংলাদেশের আবহাওয়া, শহরের বাস্তবতা, নির্মাণ বাজেট—সব কিছু বিবেচনায় রেখেই এই ব্লক এখন ব্যবহৃত হচ্ছে প্রকল্পে প্রকল্পে। ফাউন্ডেশনের খরচ কমে গেছে, কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে, শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ ছাড়াই এটি ব্যবহার করতে পারছে—এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রজেক্ট হ্যান্ডওভারের পর ব্যবহারকারীরা সন্তুষ্ট।
কোনো প্রযুক্তিই পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কোন প্রযুক্তি আমাদের একটি সুন্দর বিকল্প ভাবতে শেখায়? নেক্সটব্লক AAC সেই উত্তর দিতে চায়। এটি বলছে, নির্মাণ মানে শুধু ইট, বালি, সিমেন্ট নয়—এটি ভবিষ্যতের প্রতি একটি অঙ্গীকার।
আজকের দুনিয়ায় যখন প্রতিটি দেয়াল শুধু অবকাঠামো নয়, বরং এক একটি জলবায়ু-নির্ধারক, তখন এই ধরনের সিদ্ধান্ত আর ছোট নয়। একটি দেয়াল তৈরি মানে কেবল ইট বসানো নয়, সেটি ভবিষ্যতের দিকে একটি খোলা জানালা । আর যদি সে জানালার ফ্রেমে লেখা থাকে—"নির্মাণে দায়বদ্ধতা"—তাহলে সেখানেই নেক্সটব্লকের সার্থকতা।